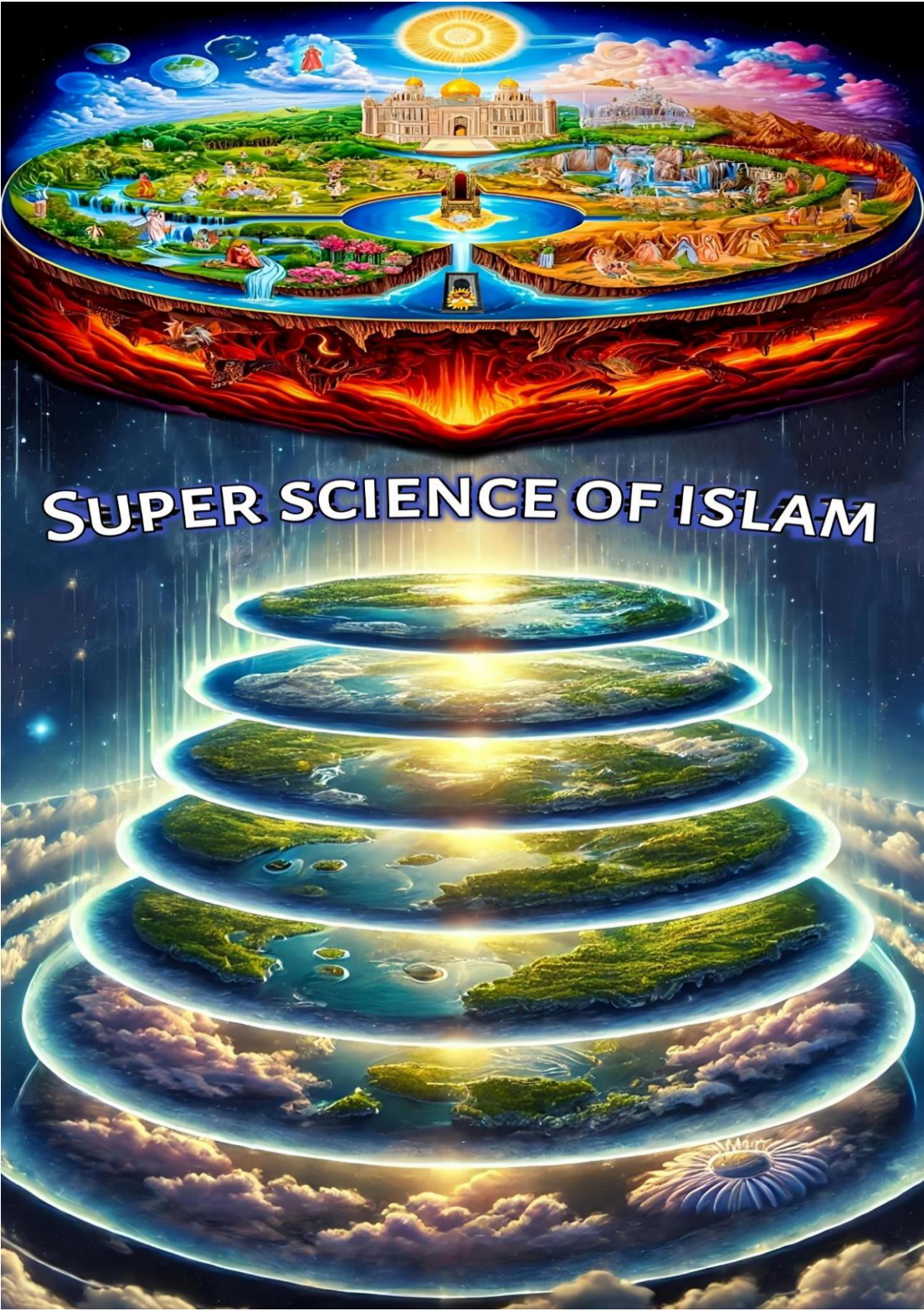
SUPER SCIENCE OF ISLAM

# একজন কুসংস্কার আচ্ছন্ন ব্যক্তি, বিজ্ঞানকে একসময় কুসংস্কার ভাবতে শুরু করে।

এই বইটি লেখা হয়েছে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে। কোন প্রকার ব্যক্তিগত আঘাত বা কোন বিদ্বেষ থেকে নয়। সামাজিক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে।

মনে রাখবেন বিশ্বাস এমন একটি শব্দ যার আউটপুট সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে। বিশ্বাস করলে যুক্তিক বিশ্বাস করুন এতে আপনার বিশ্বাস সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সার্বিক জেনে নিজের বিবেকের বাহিরে যাবেন না। কারণ আপনার বিবেক আপনার সাথে কখনই প্রতারণা করবে না।

কোন প্রাধিকারের উপর ভক্তি হয়ে তার উপর সকল আস্থা রাখবেন না। কোন প্রাধিকারের নামকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করলে তা কুযুক্তি হিসেবে গণ্য হয়।
জনসংখ্যার কত অংশ কী বিশ্বাস করে, বা কোন মতবাদটি কতটুকু জনপ্রিয়, যুক্তি তার ওপর নির্ভর করে না। যুক্তি বা বিজ্ঞান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় যে, কত মানুষ তা মানলো সেটার ওপর নির্ভর করবে। যুক্তি শুধুমাত্র তথ্য প্রমাণ এবং যুক্তির ভ্যালিডিটির ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সকল মানুষও যদি অযৌক্তিক কিছু বলে, শুধু একজন যদি যৌক্তিক কথা বলে, তাহলে ঐ একজন ব্যক্তিই সঠিক। যেমন, পৃথিবীর দুইশত কোটি মানুষ ইসলামে বিশ্বাস করলে সেটা যেমন কোন যুক্তি নয়, ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর বাকি ৬০০ কোটি মানুষ যেহেতু ইসলামে বিশ্বাসী নয়, সেহেতু ইসলাম মিথ্যা, সেটাও ভুল যুক্তি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস বা লজিক্যাল ফ্যালাসি।


লেখকঃ fb/atheism.com.bd

বিশ্বনাগরিক, ধর্মীয় সমালোচক, নারীবাদী, সাম্যবাদী



**প্রকাশনীঃ**

**প্রাথমিক প্রকাশনীঃ** `Bangladesh Atheism (26-01-2025)`

**ডিজাইনঃ fb/atheism.com.bd**

**ওয়েবসাইটঃ** https://atheism.com.bd

**ই-মেইলঃ** admin@atheism.com.bd

**জি-মেইলঃ** atheism.com.bd@gmail.com

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ১. সাত আসমান ও সাত জমিন | ৬ |
| ২. আসমানের মধ্যে দরজা আছে, দরজার নিকটে পাহারাদার আছে | ৮ |
| ৩. আসমানের কি খুটির প্রয়োজন আছে? | ১১ |
| ৪. আসমানের কি ফাটল আছে? | ১২ |
| ৫. পৃথিবী ও আকাশ উভয় সংযুক্ত ছিল | ১৩ |
| ৬. পৃথিবী কি স্থির এবং নড়াচড়া করে না? | ১৫ |
| ৭. মাটির নিচে কি আছে সাহাবী থেকে বর্ণনা | ১৬ |
| ৮. সূর্য রাতের বেলা কই যায়? | ১৭ |
| ৯. সূর্য নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণের কারণে কি দিন থেকে রাত হয়? | ১৯ |
| ১০. পৃথিবী সমতল বিছানার ন্যায় | ২০ |
| ১১. উটপাখির ডিম মিথ্যাচার | ২২ |
| ১২. চাঁদের কি জ্যোতি রয়েছে | ২৩ |
| ১৩. চাঁদ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ে পড়ে গিয়েছিল | ২৫ |
| ১৪. কদরের রাতে উল্কাপাত হয় না | ২৬ |
| ১৫. শীত ও গ্রীষ্মকাল কেন হয়? | ২৬ |
| ১৬. মেঘের বজ্রপাত আসলে কি? | ২৮ |
| ১৭. প্রত্যেক প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তু কি জোড়ায় জোড়ায়? | ২৯ |
| ১৮. মেয়েদের স্বপ্নদোষের মাধ্যমে কি বীর্য নির্গত হয়? এবং এটার মাধ্যমে কি মেয়েরা গর্ভবতী হয়? | ৩২ |
| ১৯. Regular আজওয়া খেজুর খেলে কি বিষক্রিয়া কাজ করে? | ৩৬ |
| ২০. সংক্রমণ রোগ বলতে কিছু আছে? | ৩৭ |
| ২১. বদনজর এবং চিকিৎসা | ৪৩ |
| ২২. উটের প্রস্রাব দিয়ে চিকিৎসা ও নির্মম শাস্তি | ৪৫ |
| ২৩. মদীনার 'বুযাআহ' নামক কূপের পানিকে কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না | ৪৬ |
| ২৪. মাতৃগর্বে সন্তান বিকাশ | ৪৭ |
| ২৫. কুরআনে বর্ণিত আছে, ন্যায়পরায়ণ শাসক জুলকারনাইন সূর্যকে অস্বচ্ছ জলাশয়ে ডুবতে দেখেছে | ৫০ |

# ভূমিকা

ছোটবেলা থেকেই আমরা স্কুল থেকে পাওয়া বইগুলো গভীর আগ্রহ আর আনন্দ নিয়ে পড়েছি। সেই বইগুলো আমাদের জানার দরজা খুলে দেয়, শেখায় নতুন নতুন বিষয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস, গুহাযুগের মানুষের জীবনযাপন, আগুন আর চাকার আবিষ্কার, অস্ত্র তৈরির কৌশল, ভাষার ক্রমবিকাশ–এ সবকিছু আমরা শিখেছি এসব বইয়ের মাধ্যমে। এগুলো থেকে আমরা আরও শিখেছি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মানবজাতির অগ্রগতির নানা ধাপ। তবে এসব জ্ঞানের অনেকটাই ছিল আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত।

ধরুন, ছোটবেলায় গুরুজনদের কাছ থেকে আমরা শুনতাম যে রোগ-ব্যাধি আসলে আল্লাহ বা ঈশ্বরের পরীক্ষা। কিন্তু যখন দেখি একটি অবুঝ শিশুও রোগে আক্রান্ত হয়, তখন মনে প্রশ্ন জাগে–এ শিশুর পরীক্ষা নিচ্ছে কেন? এরকম হাজারো প্রশ্ন মাথায় আসলেও গুনাহ মনে করে তা ভুলে যেতাম।

আবার বৃষ্টি কীভাবে হয়, বিদ্যুৎ কেন চমকায়, দিন-রাতের পরিবর্তন বা আকাশের তারাগুলো কী–এসবের ব্যাখ্যাও আমরা বই থেকেই শিখি। ছোটবেলায় দাদু-নানুর মুখে এসব নিয়ে গল্প শুনতাম, যেগুলো বেশ আকর্ষণীয় হলেও আসলে রূপকথা। তবে বিজ্ঞান বইয়ের দেওয়া তথ্যগুলো আমরা শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে ধরে নিতাম।

কিন্তু বইয়ের কথা কি চূড়ান্ত? সেগুলো কি যাচাই ছাড়া মেনে নিতে হবে? না, বিজ্ঞান তার জায়গায় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার বা ধারণা অসংখ্যবার যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ভুল ধরা পড়লে সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে। এভাবেই জ্ঞান ও সভ্যতা এগিয়েছে। মানুষের জ্ঞান এবং তা ক্রমাগত পর্যালোচনা করার প্রবণতাই সভ্যতার চাকা সচল রাখে।

বিজ্ঞানে কিছু বিষয় বা নীতি আছে যেগুলো অপরিবর্তনশীল। তবে অতি-প্রাকৃতিক কিছু তথ্যের সন্ধান পেলে তা পরিবর্তন হতে পারে। আর বিজ্ঞান অতি-প্রাকৃতিক বিষয় উপর এখনো কোন তথ্য পায়নি। আর বিজ্ঞান সর্বদা পরীক্ষানির্ভর, এবং কোনো তত্ত্ব বা নীতি নতুন প্রমাণ বা তথ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হতে পারে। তারপরও কিছু মৌলিক বিষয়কে আপাতত "অপরিবর্তনশীল" ধরা হয়, কারণ এগুলো এতবার পরীক্ষা করা হয়েছে যে সেগুলোতে ভুল পাওয়া যায়নি। নিচে সেসব উল্লেখ করা হলো:

### ১. প্রাকৃতিক আইন

- *পদার্থবিজ্ঞানের মূলনীতি*: নিউটনের গতিসূত্র, শক্তির নিত্যতা (Energy Conservation), এবং তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) সূত্রগুলো এখন পর্যন্ত প্রমাণিত এবং প্রায় সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।
- *মহাকর্ষের সূত্র*: নিউটন এবং আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষের কাজ করার নিয়মগুলো সব জায়গায় অভিন্ন।

**২. গাণিতিক সত্য**

- গণিতের নিয়ম-কানুন যেমন ২ + ২ = ৪, পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ইত্যাদি সর্বত্র একইভাবে প্রযোজ্য এবং পরিবর্তন হয় না। এগুলো প্রকৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মতো কাজ করে।

**৩. পদার্থের সংরক্ষণ**

- শক্তি ও ভরের সংরক্ষণ সূত্র বলে, কোনো প্রক্রিয়ায় শক্তি বা ভনির সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, তবে এটি রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ: $E=mc^2$।

**৪. আলোকের গতি সীমা**

- শূন্য মাধ্যমে আলো সর্বোচ্চ গতিসীমায় চলে (299,792,458 মিটার/সেকেন্ড)। এটি পদার্থবিজ্ঞানের একটি অপরিবর্তনীয় প্রমাণিত সত্য।

**৫. উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বিবর্তন**

- ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে, প্রাণী ও উদ্ভিদ সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়। যদিও বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আরও গবেষণা হতে পারে, তত্ত্বটি নিজেই অপরিবর্তনীয় সত্য।

**৬. রসায়নের মৌলিক সূত্র**

- *পারমাণবিক গঠন*: পদার্থ মৌলিক কণিকা দিয়ে গঠিত, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং নিউট্রন।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপাদানের ভর সংরক্ষিত থাকে (Law of Conservation of Mass)।

**৭. জিনগত উত্তরাধিকার**

- ডিএনএ-র গঠন এবং উত্তরাধিকারের মেন্ডেলীয় সূত্রগুলো বিজ্ঞান দ্বারা বহুবার পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত। ইত্যাদি

**তবে ধর্মগ্রন্থ কি এই চাকা স্থবির করে দেয়? আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে কী পড়ানো হয়? সেখানে শিশুদের কী শেখানো হয়? তারা কি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আর ধর্মীয় প্রচারণা মুখস্থ করছে? এসব শিক্ষা কি তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়াচ্ছে, নাকি সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে? এই বিষয়গুলো আমাদের গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ, শিক্ষাই পারে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্যিকারের জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।**

# সাত আসমান ও সাত জমিন

তথ্যসুত্রঃ Why Is the Sky Blue? | NASA Space Place

বিজ্ঞানের পরিভাষায় **আকাশ বা আসমান** নির্দিষ্ট কোন বস্তু নয়, বরং এটি আমাদের দৃষ্টিগোচর একটি অংশ, যেখানে উপরের সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত হয়। দিনের বেলা আমরা পৃথিবীর আকাশকে **নীল** দেখতে পাই, যা প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের **দৃষ্টিবিভ্রম**। এই নীল দেখার পেছনে রয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক কারণ, যাকে বলা হয় **আলোর বিক্ষেপণ (Scattering of Light)**।

- যখন সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন এটি বায়ুর কণিকার ওপর পড়ে এবং বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াকে **আলোর বিক্ষেপণ** বলা হয়।
- আলো বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে গঠিত, আর প্রতিটি রঙের **তরঙ্গদৈর্ঘ্য** আলাদা।
- **কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বেশি বিক্ষেপিত হয়**। অর্থাৎ, বেগুনি ও নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ায় এদের বিক্ষেপণ বেশি হয়।

তবে, আমাদের চোখ বেগুনি রঙের তুলনায় নীল রঙের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। এজন্য আমরা আকাশকে নীল দেখি। এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে **রেলি বিক্ষেপণ (Rayleigh Scattering)** তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়।

তথ্যসুত্রঃ Is the sky blue on other planets, too? | NASA Space Place

বিষয়টি মূলত একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের গঠন ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তুলনায় খুবই পাতলা এবং এটি প্রায় সম্পূর্ণ কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে গঠিত। এছাড়া মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে সূক্ষ্ম ধূলিকণার উপস্থিতি রয়েছে, যা আলোকে ভিন্নভাবে ছড়াতে সহায়তা করে। পৃথিবীতে সূর্যালোক বায়ুমণ্ডলের গ্যাস এবং কণার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় নীল আলো বেশি ছড়ায়, যার ফলে আকাশ নীল দেখায়। কিন্তু মঙ্গল গ্রহে ধূলিকণাগুলো সূর্যালোকের লাল এবং কমলা বর্ণকে ছড়াতে সাহায্য করে, যা দিনের বেলা আকাশকে লালচে-কমলা রঙ দেয়।

NASA- রোভার এবং ল্যান্ডারের তোলা ছবিগুলোতে দেখা যায়, মঙ্গলের সূর্যাস্ত পৃথিবীর ঠিক উল্টো রকম। দিনের বেলায় লালচে আকাশ থাকলেও সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আকাশ নীল-ধূসর বর্ণ ধারণ করে। এটি মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল এবং সূর্যালোকের ছড়ানোর ধরন অনুযায়ী ঘটে।

তথ্যসুত্রঃ (২:২২) আল-বাকারা-অনুবাদ

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِہٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّکُمۡ ۚ فَلَا تَجۡعَلُوۡا لِلّٰہِ اَنۡدَادًا وَّ اَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۲﴾

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।

তথ্যসুত্রঃ (৬৫:১২) আত-ত্বলাক্ব-অনুবাদ/তাফসীর

اَللّٰہُ الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الۡاَرۡضِ مِثۡلَہُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الۡاَمۡرُ بَیۡنَہُنَّ لِتَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰہَ قَدۡ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عِلۡمًا ﴿۱۲﴾

আল্লাহই সাত আসমান বানিয়েছেন আর ওগুলোর মত পৃথিবীও, সবগুলোর মাঝে (অর্থাৎ সকল আসমানে আর সকল যমীনে) নেমে আসে আল্লাহর নির্দেশ যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান আর আল্লাহ (স্বীয়) জ্ঞানে সব কিছুকে ঘিরে রেখেছেন। তাইসিরুল

أَيْ: خَلَقَ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّসাত আসমানের ন্যায় সাত যমীনও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সাতটি প্রদেশ। তবে এ কথা ঠিক নয়। বরং যেভাবে উপর্যুপরি সাতটি আসমান রয়েছে, অনুরূপ সাতটি যমীনও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানও আছে এবং প্রত্যেক যমীনে আল্লাহর সৃষ্টি আবাদ রয়েছে। (ক্বুরত্বাবী) বহু হাদীস দ্বারা এ কথার সমর্থনও হয়। যেমন, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যুলুম করে বিঘত পরিমাণ যমীন আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনকে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" (মুসলিম, বাণিজ্য অধ্যায়, যুলুম করা হারাম পরিচ্ছেদ) সহীহ বুখারীর শব্দাবলী হল, ((خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ) "কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমীনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মাযালিম অধ্যায়, যমীন আত্মসাৎ করার পাপ পরিচ্ছেদ) কেউ কেউ এটাও বলেন যে, প্রত্যেক যমীনে ঐ রকমই পয়গম্বর রয়েছেন, যে রকম পয়গম্বর তোমাদের যমীনে এসেছেন। যেমন, আদমের মত আদম, নূহের মত নূহ। ইবরাহীমের মত ইবরাহীম। ঈসার মত ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)। কিন্তু এ কথা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

[2] যেভাবে, প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর বিধান কার্যকরী ও বলবৎ আছে, অনুরূপ প্রত্যেক যমীনে তাঁর নির্দেশ চলে। সপ্ত আকাশের মত সপ্ত পৃথিবীর পরিচালনাও তিনিই করেন।

[3] অতএব কোন জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়, চাহে তা যেমনই হোক না কেন।

# আসমানের মধ্যে দরজা আছে, দরজার নিকটে পাহারাদার আছে

তথ্যসুত্রঃ সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)। হাদিস:৩০০

পরিচ্ছেদঃ ৭৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মি'রাজ এবং সালাত ফরয হওয়া।

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৩০০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৬২

৩০০-(২৫৯/১৬২) শাইবান ইবনু ফার্‌রূখ (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার জন্য বুরাক পাঠানো হল[1]। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত এসে পৌছলাম। তারপর অন্যান্য আম্বিবায়ে কিরাম তাদের বাহনগুলো যে খুঁটির সাথে বাঁধতেন, আমি সে খুঁটির সাথে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু'রাকাআত সালাত আদায় করে বের হলাম। জিবরীল (আঃ) একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিবরীল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি ফিতরাহকেই গ্রহণ করলেন।

তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌছে দ্বার খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস কলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে আমি আদম (আঃ) এর দেখা পাই তিনি আমাকে মুবারাকবাদ জানালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে ঊর্ধ্বলোক নিয়ে চললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে আমি ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ) দুই খালাত ভাইয়ের দেখা পেলাম। তারা আমাকে মারহাবা বললেন, আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন।

তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে ইউসুফ (আঃ) এর দেখা পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল তাকে। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে ইদরীস (আঃ) এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আল তার সম্পর্কে ইরশাদ করেছেনঃ "এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়" (সূরাহ আল হাদীদ ৫৭ঃ ১৯)।

তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে?"[2] তিনি বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো

হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে হারূন (আঃ) এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।
তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে মূসা (আঃ) এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।
তারপর জিবরীল (আঃ) সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে ইবরাহীম (আঃ)-এর দেখা পেলাম। তিনি বাইতুল মামুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন[3]। বাইতুল মামুরে প্রত্যেহ সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশে প্রবেশ করেন যারা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায়[4] নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হাতির কানের ন্যায় আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে বৃক্ষটিকে যখন আল্লাহর নির্দেশে যা আবৃত করে তখন তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যে ওয়াহী করার তা ওয়াহী করলেন। আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন, এরপর আমি মূসা (আঃ) এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করেছেন। আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল। তারপর মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এভাবে আমি একবার মূসা (আঃ) ও একবার আল্লাহর মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! যাও দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করা হল। প্রতি ওয়াক্ত সালাতে দশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সাওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হল) পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের নিয়্যাত করল এবং তা কাজে রূপায়িত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখব; আর তা কাজে রূপায়িত করলে তার জন্য লিখব দশটি সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের নিয়্যাত করল অথচ তা কাজে পরিণত করল না তার জন্য কোন গুনাহ লিখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লিখা হয় একটি মাত্র গুনাহ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর আমি মূসা (আঃ) এর নিকট নেমে এলাম এবং তাকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ বিষয়টি নিয়ে বারবার আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আসা-যাওয়া করেছি, এখন আবার যেতে লজ্জা হচ্ছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩০৮, ইসলামিক সেন্টারঃ ৩১৯)

2. ইমান নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়। (১) বাড়ীর মধ্যে হতে কোন আগন্তুককে যদি বলা হয় কে? তার উত্তরে বলবে নাঃ "আমি"; বরং নাম বলতে হবে। (২) আকাশের দরজা আছে। (৩) দরজার নিকটে পাহারাদার আছে। (৪) মেহমানের সম্মানে মারহাবা বলে অভিবাদন জানানো যাবে। এটাই নাবীদের আদর্শ।
3. "বাইতুল মামুর" নামে বাইতুল্লাহর সামনে আকাশের উপরে একটি ঘর আছে। বাইতুল মামুর এজন্য বলা হয় যে, সব সময় এ ঘরটি সমৃদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রত্যেকদিন নতুনভাবে সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদাতের জন্য আসে। যে একবার আসে সে কোনদিন পুনরায় আসার সুযোগ পাবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর ফেরেশতা কত আছে। বাইতুল মামুর সপ্তম আকাশে আছে। ইবরাহীম (আঃ) বাইতুল মামুর এর দিকে পিঠ ফিরে বসে ছিলেন। এ হাদীস হতে এটাও প্রমাণ হয় যে, বাইতুল্লাহর দিকে পিঠ করে বসা যাবে।
4. "সিদরাতুল মুনতাহা" সপ্তম আকাশের উপরের একটি বরই গাছ এবং ফেরেশতাদের বিচরণের শেষ সীমা। অথবা গমনের শেষ সীমা। অর্থাৎ সিদরাতুল মুনতাহার উপর কি আছে আল্লাহ ছাড়া কারও জ্ঞান নেই। ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে সিদরাতুল মুনতাহা এজন্য বলা হয় যে, ফেরেশতাদের জ্ঞান বিচরণ ওখান পর্যন্ত শেষ হয়েছিল। তার আগে তারা যেতে পারেনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত। আর যারা উপরে আছে তারা এখানে এসে থেমে যায়। নিচে আসতে পারে না এবং যারা নিচে আছে তারা এখানে এসে থেমে যায়। উপরে যেতে পারে না। এটা আল্লাহর নির্দেশ।
এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন আছেন এবং প্রিয় নাবীর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। যার কোন অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। এ কথোপকথনের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত হতে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে নিয়েছেন।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**

বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

পুনঃনিরীক্ষণঃ ✓

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

১। ঈমান [বিশ্বাস] ((كتاب الإيمان

---

তথ্যসুত্রঃ (১৫:১৪) আল-হিজর-অনুবাদ

وَ لَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوۡا فِيۡهِ يَعۡرُجُوۡنَ

যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হত, আর তারা তাতে উঠতে থাকত,
তাইসিরুল

# আসমানের কি খুটির প্রয়োজন আছে?

আসমানের খুঁটির প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে, আসমান বা আকাশ হল একটি দৃষ্টিগত ধারণা। আকাশ বলতে আমরা মূলত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাশূন্যকে বুঝি। এটি কোনো কঠিন বস্তু নয়, যে তাকে খুঁটির উপর টিকে থাকতে হবে। আর পৃথিবীর বায়ুমন্ডল স্তরকে মুলত আমরা আকাশ রূপে দেখি, যা কোরআন বর্ণিত আছে "যা (আসমান) তোমরা দেখছ"।

তথ্যসুত্রঃ (৩১:১০) লুকমান

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

তিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছ, আর যমীনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী; আর আসমান থেকে আমি পানি পাঠাই। অতঃপর তাতে আমি জোড়ায় জোড়ায় কল্যাণকর উদ্ভিদ জন্মাই। আল-বায়ান

---

তথ্যসুত্রঃ (১৩:২) আর-রাদ-অনুবাদ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿٢﴾

আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার। আল-বায়ান

It is Allah who erected the heavens without pillars that you [can] see; then He established Himself above the Throne and made subject the sun and the moon, each running [its course] for a specified term. He arranges [each] matter; He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, be certain. Sahih International

---

তথ্যসুত্রঃ (২২:৬৫) আল-হজ্জ-অনুবাদ/তাফসীর

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যমীনে যা কিছু আছে এবং নৌযানগুলো যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনিই আসমানকে

আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা যমীনের উপর পড়ে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই করুণাময়, পরম দয়ালু। আল-বায়ান

[2] অর্থাৎ, তিনি চাইলে আকাশ পৃথিবীর ওপর ভেঙ্গে পড়বে। আর তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, কিয়ামতের দিন আল্লাহর ইচ্ছায় আকাশ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।
[3] এই কারণেই উক্ত জিনিসগুলো মানুষদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং আকাশকেও ভেঙ্গে পড়তে দেন না। কল্যাণে নিয়োজিত করার অর্থঃ ঐ সমস্ত জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভবপর ও সহজ করে দিয়েছেন। *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*

# আসমানের কি ফাটল আছে?

তথ্যসুত্রঃ সূরা আল মুল্‌ক, আয়াত ৩
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, আসমান বা আকাশ হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশের একটি অংশ। এটি কোনো কঠিন বা শক্ত বস্তুর তৈরি নয়, বরং গ্যাস, ধূলিকণা এবং বায়ু দ্বারা গঠিত। আকাশে “ফাটল” থাকার মতো কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই।

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

যিনি উপর-নীচ স্তর বিশিষ্ট সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি পাবে না। ফের দৃষ্টিপাত করে দেখ, কোন ফাটল দেখতে পাও কি? মুফতী তাকী উসমানী
মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطورযার অর্থ ফাটল, ছিদ্র, ছেড়া, ভাঙা-চোরা। [কুরতুবী] *তাফসীরে জাকারিয়া*

[1] অর্থাৎ, তাতে কোন অসামঞ্জস্য, কোন বক্রতা এবং কোন ত্রুটি ও খুঁত নেই। বরং তাকে একেবারে সোজা ও সমতল বানানো হয়েছে; যা এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সবের সৃষ্টিকর্তা হলেন কেবল একজন, একাধিক নয়।

[2] কখনো কখনো এমন হয় যে, দ্বিতীয়বার ভালভাবে লক্ষ্য করলে কোন ঘাটতি বা দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাই মহান আল্লাহ আহবান করছেন যে, তোমরা বারবার দৃষ্টিপাত করে দেখ, তাতে কোন ছিদ্র বা ফাটল পাও কি না? তাফসীরে আহসানুল বায়ান

# পৃথিবী ও আকাশ উভয় সংযুক্ত ছিল

তথ্যসুত্রঃ What is the Big Bang Theory? - space.com

মহাবিশ্বের শুরু নিয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো **বিগ ব্যাং তত্ত্ব**। সহজ ভাষায়, এই তত্ত্ব বলে যে, মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল একটি অসীম উত্তপ্ত এবং ঘন একক বিন্দু থেকে। এই বিন্দুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে স্ফীত হয়ে দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করে। শুরুতে এর প্রসারণের গতি ছিল এতটাই বেশি যে তা কল্পনারও বাইরে। এরপর সময়ের সঙ্গে এটি ধীরে ধীরে আরও নিয়মতান্ত্রিক হারে প্রসারিত হতে থাকে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল প্রায় **১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে**। তখন থেকেই মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এবং এটি আজও একইভাবে প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রসারণের ফলেই মহাবিশ্বের বর্তমান আকৃতি ও গঠন তৈরি হয়েছে।

তথ্যসুত্রঃ অতিনবতারা - উইকিপিডিয়া, পৃথিবীর ইতিহাস - উইকিপিডিয়া, সৌরজগৎ - উইকিপিডিয়া

বিস্তারিতঃ ১. **বিগ ব্যাং এবং মহাবিশ্বের উৎপত্যি**

- বিগ ব্যাং ঘটার পর ঘন ও উত্তপ্ত পদার্থ মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
- এতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মতো মৌলিক গ্যাস বিস্তার লাভ করে।
- এভাবে মহাবিশ্ব ঠান্ডা ও প্রসারিত হতে থাকে, এবং গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু তৈরি হয়।

২. **নক্ষত্রের জন্ম**

- নক্ষত্র তৈরি হয় গ্যাস ও ধুলার মেঘ থেকে।
- এই মেঘ সংকুচিত হয়ে নক্ষত্রের জন্ম হয়।
- নক্ষত্র সংকুচিত হওয়ায় তা অত্যন্ত গরম ও উত্তপ্ত হয়।
- এতে নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু করে।
- ফিউশনের মাধ্যমে নক্ষত্র আলো দেয় এবং শক্তি তৈরি করে।

৩. **নক্ষত্রের মৃত্যু ও অতিনবতারা বিস্ফোরণ**

- নক্ষত্রের জীবনের শেষে তা বিস্ফোরণ (সুপারনোভা) ঘটায়।
- এই বিস্ফোরণে ভারী মৌল (কার্বন, লোহা ইত্যাদি) মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে।
- তাছাড়াও কিছু নক্ষত্র সাদা বামন, নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণ গহ্বরে (Black Hole) পরিণত হয়।

৪. **ভারী মৌল থেকে সৌরজগত তৈরি**

- সুপারনোভার ছড়িয়ে দেওয়া ধুলিকণা ও গ্যাস মিলে নতুন নক্ষত্র, গ্রহ ও চাঁদ তৈরি করে।
- পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সুপারনোভা থেকে আসা উপাদান দিয়ে তৈরি হয়।

৫. **সৌরজগতের গঠন**

- ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে একটি নেবুলা (গ্যাস ও ধুলার মেঘ) থেকে সৌরজগত তৈরি হয়।
- মাধ্যাকর্ষণের কারণে নেবুলা সংকুচিত হয়ে সূর্য তৈরি করে।
- সূর্যের চারপাশে ধুলা ও গ্যাস মিলে গ্রহ তৈরি করে।

৬. **পৃথিবীর উৎপত্তি**

- পৃথিবী ৪.৫৭ বিলিয়ন বছর আগে জন্ম হয়।
- সুপারনোভার বিস্ফোরণে উপাদান থেকে পৃথিবীর শিলা, লোহা ও অন্যান্য মৌল তৈরি হয়েছে।
- পানি ও জৈব উপাদান গ্রহাণু ও ধূমকেতু থেকে পৃথিবীতে এসেছে।

৭. **সংক্ষেপে**

1. **সূর্যের সৃষ্টি**: গ্যাস ও ধুলার মেঘ সংকুচিত হয়ে সূর্য তৈরি করে।
2. **গ্রহের সৃষ্টি**: সূর্যের চারপাশের ধুলা একত্রিত হয়ে গ্রহ ও চাঁদ তৈরি করে।
3. **উপাদানের উৎস**: পৃথিবীর উপাদানগুলো সুপারনোভার বিস্ফোরণ থেকে এসেছে।

এই কারণেই বিজ্ঞানীরা বলেন, "**মহাবিশ্ব সূচনার ৯ বিলিয়ন বছরপর পৃথিবীর জন্ম**"।

তথ্যসুত্রঃ (২১:৩০) আল-আম্বিয়া এর অনুবাদ ও তাফসীর

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰہُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۳۰﴾

অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ আর পৃথিবী এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম, আর প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? তাইসিরুল

[1] এখানে বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে দেখা নয় বরং অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে না? তারা কি জানে না?
رَتق[2]এর অর্থ বন্ধ, মিলিত। এবং فَتقএর অর্থ বিদীর্ণ করা, খোলা, আলাদা করা। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবী শুরুতে একত্রে মিলিত ছিল অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করি।

আকাশকে উপরে উঠিয়েছি, যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আর পৃথিবীকে এমন এক স্থানে রেখেছি যাতে নানান উদ্ভিদ উৎপন্ন করার উপযোগী হয়।
[3] পানির অর্থ বৃষ্টির পানি বা ঝরনার পানি হলেও একথা পরিষ্কার যে, পানি দ্বারা উদ্ভিদ জন্মে এবং প্রতিটি জীবের নবজীবন লাভ হয়। আর যদি এর অর্থ বীর্য হয়, তাহলেও অর্থের কোন সমস্যা হয় না। কারণ প্রতিটি জীবের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে এই বীর্য (কারণবারি); যা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে বের হয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থান লাভ করে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

# পৃথিবী কি স্থির এবং নড়াচড়া করে না?

তথ্যসুত্রঃ পৃথিবীর আহ্নিক গতি – উইকিপিডিয়া | পৃথিবীর বার্ষিক গতি – উইকিপিডিয়া

পৃথিবী নিজ অক্ষে টলে ঘূর্ণন (আহ্নিক গতি) করে এবং সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ (বার্ষিক গতি) করে।

**পৃথিবীর আহ্নিক গতি:** পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে টলে যায়, যা আহ্নিক গতি নামে পরিচিত। এই টলে যাওয়া ঘূর্ণনের ফলে দিন ও রাতের আবর্তন ঘটে। পৃথিবীর বিষুবরেখায় টলে যাওয়া ঘূর্ণনের গতি প্রায় ১,৬৭৪.৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা।

**পৃথিবীর বার্ষিক গতি:** পৃথিবী সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণ করে, যা বার্ষিক গতি নামে পরিচিত। এই পরিক্রমণের ফলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবী সূর্য থেকে গড়ে প্রায় ১৪৯.৬ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্বে থাকে এবং একবার সম্পূর্ণ পরিক্রমণ করতে ৩৬৫.২৫৬ দিন সময় নেয়।

**প্রমাণ:** পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির প্রমাণ বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। মহাকাশযানের প্রেরিত ছবি থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে টলে গিয়ে আবর্তন করছে। এছাড়া, ফুকো পেন্ডুলাম পরীক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রমাণ করা যায়। এই পরীক্ষায় একটি দীর্ঘ দোলকের দোলন সমতল সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, যা পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনুযায়ী, পৃথিবী স্থির নয়; এটি নিজ অক্ষের চারপাশে ২৪ ঘন্টায় একবার টলে যায় এবং সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করে।

তথ্যসুত্রঃ (৩৫:৪১) ফাতির

আল্লাহই আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন যাতে ও দু'টো টলে না যায়। ও দু'টো যদি টলে যায় তাহলে তিনি ছাড়া কে ও দু'টোকে স্থির রাখবে? তিনি পরম সহিষ্ণু, পরম ক্ষমাশীল। তাইসিরুল

# মাটির নিচে কি আছে সাহাবী থেকে বর্ণনা

তথ্যসুত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৪৫



তাঁহার ইচ্ছার অধিনস্ত, তিনি উহার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মালিক এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) مَا تَحْتَ الثَّرٰى এর অর্থ করেন, সপ্ত যমীন নিচের অবস্থিত বস্তু। ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসির (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন, একবার কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই যমীনের নিচে কি আছে? তিনি বলিলেন, পানি। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন, মাটি। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল মাটির নিচে কি? তিনি বলিলেন মাটির নিচে পানি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন পাথর। তাহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হইল, পাথরের নিচে কি? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্তা। জিজ্ঞাসা করা হইল ফিরিশ্তার নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে একটি মাছ, যাহার দুইপ্রান্ত আরশের সহিত ঝুলন্ত। জিজ্ঞাসা করা হইল, মাছের নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে শূন্য ও অন্ধকার। উহার পরে কি তাহা আর জানা সম্ভব নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন ওহব এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবু উবায়দুল্লাহ্ (র)..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক যমীনের মাঝে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব এবং সর্বনিম্ন যমীন মাছের উপর অবস্থিত। মাছের দুইপ্রান্ত আসমনে অবস্থিত। মাছটি একটি পাথরের উপর এবং পাথরটি একজন ফিরিশ্তার হাতে দ্বিতীয় যমীন বায়ু আবদ্ধ। তৃতীয় যমীনে জাহান্নামের পাথর, চতুর্থ যমীনে জাহান্নামের গন্ধক। পঞ্চম যমীনে জাহান্নামের সাপসমূহ, ষষ্ঠ যমীনে জাহান্নামের বিচ্ছু। সপ্ত যমীনে জাহান্নাম এবং সেইখানে ইব্লীস বন্দি অবস্থায় রহিয়াছে। তাহার এক হাত সামনে ও এক হাত পশ্চাতে বাধা। যখন আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাদীসটি নিশ্চিত গারীব। ইহার মারফূ' হওয়াও বিবেচনা সাপেক্ষ।

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, আবূ মূসা হারভী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে আমরা ভীষণ গরমের কারণে দুই একজন করিয়া ছোটছোট দলে চলিতেছিলাম। আমি প্রথম দলে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিয়া সালাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) কে? আমার সাথী সঙ্গীরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং আমি তাহার সহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। এবং হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেনাদলের মধ্যভাগে মাথা ঢাকিয়া একটি লাল উটের উপর আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। আমি তাহাকে

# সূর্য রাতের বেলা কই যায়?

তথ্যসূত্রঃ সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। হাদিস:২৯৭২

পরিচ্ছেদঃ ১৯৮৬. চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এর জন্য মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য লঙ্ঘন করতে পারে না। حُسْبَانٌ হল حِسَابٍ শব্দের বহুবচন, যেমন شِهَابٍ এর বহুবচন شُهْبَانٍ – ضُحَاهَا এর অর্থ জ্যোতি। أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ চন্দ্র সূর্যের একটির জ্যোতি অপরটিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়। تَسْلَخُ আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় وَاهِيَةٌ এবং وَهْيُهَا এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। أَرْجَائِهَا তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উক্তি أَغْطَشَ وَجَنَّ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِئْرِ কূপের তীরে অন্ধকার ছেয়ে গেল। হাসান বসরী বলেন كُوِّرَتْ অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং তার যে জীবজন্তু একত্রিত করল। اتَّسَقَ বরাবর হল। بُرُوجًا চন্দ্র সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। الْحَرُورُ গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সাথে প্রবাহিত হয়। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, حَرُورُ রাত্রিবেলার আর سَمُومُ দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় يُولِجُ অর্থ প্রবিষ্ট করে বা করবে وَلِيجَةً অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ২৯৭২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩১৯৯

**১৯৮৫. পরিচ্ছেদঃ ১৯৮৫. নক্ষত্ররাজি প্রসঙ্গে।**

কাতাদা (রহঃ) বলেন, (আল্লাহ) তা'আলার বাণীঃ) আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (৬৭ঃ ৫) (এ সম্পর্কে কাতাদা (রহঃ) বলেন) এ সব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) বানিয়েছেন এদের আসমানের সৌন্দর্য (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করার জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিক প্রাপ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই। আর ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, هَشِيمًا অর্থ পরিবর্তন আর الأَبُّ তৃণ যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষন করে, الأَنَامُ অর্থ মাখলুক بَرْزَخٌ অর্থ প্রতিবন্ধক আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, أَلْفَافًا অর্থ জড়ানো আর الْغُلْبُ অর্থ ঘন ও সন্নিবেশিত বাগান। فِرَاشًا অর্থ বিছানা। যেমন আল্লাহর বাণীঃ আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে অবস্থান স্থল। نَكِدًا অর্থ অল্প।

---

২৯৭২। মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) ... আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবূ যার

(রাঃ) কে বললেন, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যে পথে এসেছ, সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে--এটাই মর্ম হল আল্লাহ তাআলার বাণীঃ আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬ঃ ৩৮)

باب صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ {بِحُسْبَانٍ} قَالَ مُجَاهِدٌ: كَحُسْبَانِ الرَّحَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا. حُسْبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ. {ضُحَاهَا} ضَوْؤُهَا. {أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ} لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَرِ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. {سَابِقُ النَّهَارِ} يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ. نَسْلَخُ نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَنُجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَاهِيَةٌ وَهْيُهَا تَشَقُّقُهَا. أَرْجَائِهَا مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا فَهْيَ عَلَى حَافَتَيْهِ، كَقَوْلِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِئْرِ {أَغْطَشَ} وَ{جَنَّ} وَ{أَظْلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ: {كُوِّرَتْ} تُكَوَّرُ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْؤُهَا، {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ {اتَّسَقَ} اسْتَوَى. {بُرُوجًا} مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَرُؤْيَةُ الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ يُقَالُ يُولِجُ يُكَوِّرُ. {وَلِيجَةً} كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ " تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ ". قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا، يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )".
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن ابراهيم التيمي، عن ابيه، عن ابي ذر ـ رضى الله عنه ـ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر حين غربت الشمس " تدري اين تذهب ". قلت الله ورسوله اعلم. قال " فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستاذن فيوذن لها، ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها، وتستاذن فلا يوذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جبت. فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم )".

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**

বর্ণনাকারীঃ আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ)

পুনঃনিরীক্ষণঃ ✓

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৪৯/ সৃষ্টির সূচনা ((كتاب بدء الخلق

---

# সূর্য নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণের কারণে কি দিন থেকে রাত হয়?

না, সূর্যের ভ্রমণের কারণে দিন থেকে রাত হয় না। দিন ও রাত হওয়ার মূল কারণ হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণন।

পৃথিবী প্রতিদিন তার অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকে। যখন পৃথিবীর এক অংশ সূর্যের দিকে থাকে, তখন সেখানে দিন হয়। বিপরীত দিকটি সূর্যের আলো থেকে দূরে থাকে, তাই সেখানে রাত হয়। এই ঘূর্ণন প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার সম্পন্ন হয়।

প্রাচীনকালের মানুষ প্রকৃতি ও মহাজাগতিক ঘটনা সম্পর্কে অনেকটা অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করত, কারণ সেই সময় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি খুব সীমিত ছিল।
দিন ও রাতের পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের ধারণা অনেকটাই কল্পনা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল। কিছু উদাহরণ:

1. **সূর্যের ভ্রমণ:** অনেক সভ্যতা মনে করত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। যেমন, গ্রিক পুরাণে হেলিওস নামে এক দেবতার রথে চড়ে সূর্য ভ্রমণ করত।
2. **দেবতাদের প্রভাব:** কিছু সংস্কৃতি মনে করত, দিন ও রাত সৃষ্টি হয় দেবতাদের ইচ্ছায়। সূর্য উদয় ও অস্ত ছিল তাদের কাছে দেবতাদের কার্যক্রমের প্রতীক।
3. **পৃথিবী সমতল:** বেশিরভাগ প্রাচীন সভ্যতার মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবী সমতল, আর সূর্য আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে অন্য প্রান্তে গিয়ে ডুবে যায়।

এই সব বিশ্বাস পরে বিজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হয়, এবং আমরা জানতে পারি পৃথিবীর ঘূর্ণন ও অক্ষের কারণে দিন-রাত হয়।

তথ্যসুত্রঃ Surah Ya-Sin - 37-38

আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আল-বায়ান
আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ। আল-বায়ান

# পৃথিবী সমতল বিছানার ন্যায়

তথ্যসুত্রঃ (৮৮:২০) আল-গাশিয়া-অনুবাদ

وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে? মুজিবুর রহমান

And at the earth - how it is spread out? Sahih International

তথ্যসুত্রঃ (২:২২) আল-বাকারা-অনুবাদ

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না। তাইসিরুল

তথ্যসুত্রঃ (২০:৫৩) ত্ব-হা-অনুবাদ

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষন করেন। আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। মুজিবুর রহমান

তথ্যসুত্রঃ (৫১:৪৮) আয-যারিয়াত-অনুবাদ/তাফসীর

আর যমীন- তাকে আমিই বিছিয়েছি, আমি কতই না সুন্দর (সমতল) প্রসারণকারী! তাইসিরুল

অর্থাৎ, বিছানার ন্যায় তা আমি বিছিয়ে দিয়েছি।

*তাফসীরে আহসানুল বায়ান*

তথ্যসুত্রঃ (৭১:১৯) নূহ-অনুবাদ/তাফসীর

'আর আল্লাহ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন, আল-বায়ান

অর্থাৎ, এটাকে বিছানার মত বিছিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর ঐভাবেই চলাফেরা করে থাক, যেভাবে তোমরা নিজেদের ঘরে বিছানার উপর চলাফেরা ও উঠা-বসা কর।

*তাফসীরে আহসানুল বায়ান*

তথ্যসুত্রঃ (৭৮:৬) আন-নাবা-অনুবাদ/তাফসীর

আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি? *মুজিবুর রহমান*

অর্থাৎ, বিছানার মত তোমরা ভূপৃষ্ঠের উপর চলা-ফেরা কর, উঠা-বসা কর, শয়ন কর এবং সমস্ত কাজ-কর্ম করে থাক। পৃথিবীকে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে হেলা-দোলা থেকে রক্ষা করেছেন।

*তাফসীরে আহসানুল বায়ান*

তথ্যসুত্রঃ ১০০৪ হিজরি সালে লিখিত হয়েছিলঃ তাফসীরে জালালাইন, ইসলামিয়া কুতুবখানা প্রকাশনী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪৯

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, সপ্তম খণ্ড [ ৩০তম পারা ] ৭৪৯

অনুবাদ :

١٧. اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ .

১৭. তারা কি দৃষ্টিপাত করে না, অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ, উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে দেখা উষ্ট্রের প্রতি, কিরূপে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

١٨. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .

১৮. আর আকাশের দিকে, কিরূপে তাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

١٩. وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ .

১৯. আর পর্বতমালার প্রতি, কিরূপে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

٢٠. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اَىْ بُسِطَتْ فَيَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ وَحْدَانِيَّتِهٖ وَصُدِّرَتْ بِالْاِبِلِ لِاَنَّهُمْ اَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَقَوْلُهٗ سُطِحَتْ ظَاهِرٌ فِىْ اَنَّ الْاَرْضَ سَطْحٌ وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الشَّرْعِ لَا كُرَةٌ كَمَا قَالَهُ اَهْلُ الْهَيْئَةِ وَاِنْ لَمْ يَنْقُصْ رُكْنًا مِنْ اَرْكَانِ الشَّرْعِ .

২০. আর ভূতলের দিকে কিরূপে তাকে সমতল করা হয়েছে? সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সারকথা, এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কুদরত ও একত্বের প্রতি ঈমান আনাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সর্বপ্রথম উষ্ট্রের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এটা তাদের সাথে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক সম্পৃক্ত। سُطِحَتْ শব্দ দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সমতল। শরিয়তের আলিমগণের মতও এটাই, ভূতত্ত্ববিদদের মতানুরূপ গোলাকার নয়। যদিও তাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি শরিয়তের কোনো আহকামের জন্য বিপত্তিকর নয়।

٢١. فَذَكِّرْ قف هُمْ نِعَمَ اللّٰهِ وَ دَلَائِلَ تَوْحِيْدِهٖ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ .

২১. অতএব তুমি উপদেশ দান কর তাদেরকে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও একত্বের প্রমাণাদি স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তুমি তো উপদেশদাতা মাত্র।

٢٢. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالصَّادِ بَدَلَ السِّيْنِ اَىْ بِمُسَلِّطٍ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ .

২২. তুমি তাদের উপর নিযুক্ত কর্ম নিয়ন্ত্রক নও অপর এক কেরাতে শব্দটি سِيْن-এর স্থলে صَاد দিয়ে পঠিত হয়েছে। আর এ বিধান জিহাদের আদেশ সম্বলিত বিধানের পূর্ববর্তী বিধান।

٢٣. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ تَوَلّٰى اَعْرَضَ عَنِ الْاِيْمَانِ وَكَفَرَ بِالْقُرْاٰنِ .

২৩. কিন্তু যে ব্যক্তি বিমুখ হবে ঈমান আনয়ন হতে বিরত হবে ও অবাধ্যাচারণ করবে কুরআনের সাথে।

٢٤. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ وَالْاَصْغَرُ عَذَابُ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ .

২৪. আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দিবেন আখেরাতের শাস্তি। আর সাধারণ শাস্তি হলো দুনিয়ার শাস্তি, যেমন হত্যা ও বন্দীত্ব।

٢٥. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ رُجُوْعَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ .

২৫. নিশ্চয় আমার দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর পর ফিরে আসা।

٢٦. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ جَزَاءَهُمْ لَا نَتْرُكُهٗ اَبَدًا .

২৬. অনন্তর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে তাদের প্রতিফল দান, যা আমি কখনও ত্যাগ করবো না।

# উটপাখির ডিম মিথ্যাচার

তথ্যসুত্রঃ islamweb.net - Fatwa No: 92448
Meaning of Quran 79:30
Fatwa No: 92448
Fatwa Date:19-9-2006

Translated by bangla

কোরানে দাহাহা শব্দটি নিয়ে এক মুমিন ভাইয়ের প্রশ্ন

প্রশ্ন
আমি কোরানের সুরা নাজিয়াতের (৭৯ নাম্বার সুরা) ৩০ নাম্বার আয়াতের বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। এখানে আল্লাহ বলেন, "এরপর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন"। বর্তমান সময়ের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ দাবী করেন যে এই আয়াতে 'দাহাহা' শব্দটি দিয়ে নাকি বিস্তৃত করাও বোঝায়, আবার এটাও নাকি বোঝায় যে "পৃথিবীর আকৃতি উটপাখির ডিমের মত"। কিন্তু ইউসুফ আলী, পিকথাল ও শাকিরের অনুবাদে আমরা দাহাহা শব্দটির ইংরেজি হিসেবে দেখতে পাই শুধুমাত্র spread শব্দটি, যার বাংলা অর্থ বিস্তৃত করা। আমি খুব বাধিত হবো যদি এই দাহাহা শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন। আমি আরও জানতে চাই যে আমরা কি দাহাহা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে এটিকে "উটপাখির ডিম" হিসাবে উপস্থাপন করতে পারি? জাজাকাল্লাহ খায়ের।

উত্তর:

কোরানে সুরা নাজিয়াতের ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন, "এরপর তিনি জমিনকে বিস্তৃত (এখানে বিস্তৃত বোঝাতে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি দাহাহা) করেছেন"। আরবি দাহাহা শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয়েছে যে শব্দ থেকে, সেই মূল শব্দটি হল দাহা, যার মানে হচ্ছে ছড়ানো, যেটা কিনা ইমাম আল কুরতুবি, ইমাম ইবনে মনসুর প্রমুখ খ্যাতনামা ইমামবৃন্দসহ কোরানের অন্যান্য বহু বিখ্যাত ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারীদেরও অভিমত।
এমনকি, আল্লাহ নিজেও পৃথিবীকে ছড়ানো বা বিস্তৃত করার ব্যাপারটি সুরা নাজিয়াতের পরবর্তী দুটি আয়াতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন –
"তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি"।
"আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন"। (কোরান ৭৯:৩১-৩২)
এ থেকে প্রমাণ হয় যে ৩০ নং আয়াতে তিনি এটা কোনভাবেই বোঝান নি যে তিনি পৃথিবীকে ডিমের আকৃতিতে তৈরি করেছেন।
পৃথিবী যে গোলাকৃতি, এ বিষয়ে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরাই একমত, এবং এই আয়াত বিজ্ঞানীদের ঐক্যমতের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়।
আল্লাহই ভাল জানেন!

# চাঁদের কি জ্যোতি রয়েছে

তথ্যসুত্রঃ (১০:৫) ইউনুস-অনুবাদ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَـقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ٥

**অনুবাদসমূহঃ**

- তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময়... । -(আল বায়ান ফাউন্ডেশন, )
- তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়... -(**তাইসিরুল**)
- আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন... -(**মুজিবুর রহমান**)
- **Pickthall** : sun a splendour and the moon a light
- **Yusuf Ali:** the sun to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty)
- **Shakir:** the sun a shining brightness and the moon a light
- **Muhammad Sarwar**: the sun radiant and the moon luminous

তথ্যসুত্রঃ Noor - Oxford Reference

Muslim: variant of Nur '**light**, **illumination**'

তথ্যসুত্রঃ Google dictionary

نُوْرً definition: أنوار سيّارة (গাড়ির আলো) , نَوَّر مِصباح (একটি প্রদীপ জ্বালান)

---

তথ্যসুত্রঃ **(২৫:৬১) আল-ফুরকান এর অনুবাদ ও তাফসীর**

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ٦١

অনুবাদসমূহঃ

- বরকতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশালকায় গ্রহসমূহ। আর তাতে প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। -(আল বায়ান ফাউন্ডেশন)
- কতই না কল্যাণময় তিনি যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর আলো বিকিরণকারী চন্দ্র। -(তাইসিরুল)

- কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! -(মুজিবুর রহমান)
- কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। (Muhiuddin Khan)
- **Pickthall**: and hath placed therein a great lamp and a moon giving light!
- **Yusuf Ali**: and placed therein a Lamp and a Moon giving light;
- **Shakir**: therein a lamp and a shining moon.
- **Muhammad Sarwar**: and made therein a lamp and a shining moon.
- **Sahih International**: and placed therein a (burning) lamp and luminous moon.

তথ্যসুত্রঃ Google Translate

مُنِيرًا অর্থ আলোকিত, Enlightening

সূরা আল-আহযাবের ৪৬ নং আয়াতে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে "ওয়া সিরাজান মুনিরা"। এখানে "সিরাজ" শব্দের অর্থ প্রদীপ বা বাতি এবং "মুনির" অর্থ উজ্জ্বল। প্রদীপের আলো সরাসরি উৎস থেকে আসে, এটি প্রতিফলিত আলো নয়। তাই এ আয়াত থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে "মুনির" শব্দের অর্থ প্রতিফলিত আলো বোঝায় না।

তথ্যসুত্রঃ (৭৫:৮) আল-ক্বিয়ামাহ-অনুবাদ

وَ خَسَفَ الْقَمَرُ

অনুবাদসমূহঃ

- আর চাঁদ কিরণহীন হবে, -(আল বায়ান ফাউন্ডেশন)
- চাঁদ হয়ে যাবে আলোকহীন -(তাইসিরুল)
- চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।(Muhiuddin Khan)
- **Sahih International**: And the moon darkens
- **Pickthall**: And the moon is eclipsed
- **Yusuf Ali**: And the moon is buried in darkness.
- **Shakir**: And the moon becomes dark,

তথ্যসুত্রঃ

**কোরআনে বাইবেলের কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছেঃ**

15. পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য এই আলোগুলি আকাশে থাকবে।" এবং তা-ই হল।
16. তখন ঈশ্বর দুটি মহাজ্যোতি বানালেন। ঈশ্বর বড়টি বানালেন দিনের বেলা রাজত্ব করার জন্য আর ছোটটি বানালেন রাত্রিবেলা রাজত্ব করার জন্য। ঈশ্বর তারকারাজিও সৃষ্টি করলেন।
17. পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্য ঈশ্বর এই আলোগুলিকে আকাশে স্থাপন করলেন।
18. দিন ও রাত্রিকে কর্তৃত্ব দেবার জন্য ঈশ্বর এই আলোগুলিকে আকাশে সাজালেন। এই আলোগুলি আলো আর অন্ধকারকে পৃথক করে দিল এবং ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভাল হয়েছে।

# চাঁদ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ে পড়ে গিয়েছিল

তথ্যসুত্রঃ সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। হাদিস:৩৩৭৭ [৩৬৩৮]

**পরিচ্ছেদঃ ২০৭৭. মুশরিকরা মুজিযা দেখানোর জন্য নবী করীম (ﷺ) এর নিকট আহবান জানালে তিনি চাঁদ দু'টুকরা করে দেখালেন**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৩৩৭৭, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৬৩৮

৩৩৭৭। খালাফ ইবনু খালিদ আল-কুরায়শী (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✓
সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৫০/ আম্বিয়া কিরাম (আঃ) ((كتاب أحاديث الأنبياء

---

তথ্যসুত্রঃ সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)। হাদিস:৩২৮৯

**পরিচ্ছেদঃ ৫৫. সূরা আল-কামার**

৩২৮৯। জুবাইর ইবনু মুতাইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হল এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে, এক অংশ এই পাহাড়ের উপর এবং অপর অংশ ঐ পাহাড়ের উপর পড়ে গেল। তারা (মক্কাবাসী কাফিররা) বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাদু করেছেন। কেউ কেউ বলল, তিনি আমাদের যাদু করে থাকলে সব মানুষকে যাদু করতে পারবেন না।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ জুবায়র ইবনু মুত'ইম (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✓
সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
৪৪/ তাফসীরুল কুরআন ((كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ

# কদরের রাতে উল্কাপাত হয় না

তথ্যসুত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫২



ইমাম আহমদ (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কদরের রাত হইল রমযানের শেষ দশ দিনে। যে ব্যক্তি এই দশ রাতে সওয়াবের নিয়াতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা যে কোন বেজোড় রাত্রিতে হইয়া থাকে। একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, উনত্রিশ কিংবা শেষ রাত্রিতে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ "লায়লাতুল কদরের লক্ষণ হইল এই রাতটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ্ডা। এই রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয় না। আরেকটি লক্ষণ হইল, সে রাতের সকাল বেলা যে সূর্য উদিত হয় তাহাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শান্ত-শীতল থাকে। সেদিন সূর্যের সহিত শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।"

ইবন আবূ আসিম নবীল (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "একবার আমি লায়লাতুল কদরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা রমযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। না থাকে গরম, না থাকে ঠাণ্ডা— যেন আকাশে চন্দ্র বিরাজমান। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে শয়তানের আবির্ভাব হয় না।"

# শীত ও গ্রীষ্মকাল কেন হয়?

তথ্যসুত্রঃ [What Causes the Seasons? | NASA Space Place]

শীত ও গ্রীষ্ম বা ঋতু পরিবর্তনের কারণ হলো পৃথিবীর অক্ষের কৌণিক অবস্থান এবং সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিভ্রমণ। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো:

1. **পৃথিবীর অক্ষের কৌণিক অবস্থান**:
   পৃথিবীর অক্ষ (axis) ২৩.৫° কোণে হেলে রয়েছে। এই কারণে পৃথিবীর একেক অংশে সূর্যের কিরণ একেক সময়ে সরাসরি পড়ে।
2. **পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ (Revolution)**:
   পৃথিবী প্রতি বছর সূর্যের চারপাশে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। এই পরিভ্রমণের সময়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ

সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো সরাসরি বা কৌণিকভাবে পড়ে।

3. **সূর্যের আলো পড়ার ভিন্নতা**:
   যখন কোনো নির্দিষ্ট অর্ধগোলার (উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধ) উপর সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে, তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল হয়। আর যখন সেই অংশ সূর্যের থেকে দূরে থাকে বা সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে, তখন সেখানে শীতকাল হয়।

- **উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্ম**: জুন-আগস্ট সময়ে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে, ফলে সেখানে গ্রীষ্ম হয়।
- **উত্তর গোলার্ধে শীত**: ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি সময়ে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের থেকে দূরে থাকে, ফলে সেখানে শীত হয়।

একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে এই সময়ে ঠিক বিপরীত ঋতু থাকে। এটাই শীত ও গ্রীষ্ম হওয়ার মূল বৈজ্ঞানিক কারণ।

তথ্যসুত্রঃ সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)। হাদিস:১২৯০ [৬১৭]

**পরিচ্ছেদঃ ৩২. জামাআতে রওনাকারীর জন্য পথিমধ্যে তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসলে যুহর আদায় করা মুস্তাহাব**

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ১২৯০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৬১৭

১২৯০-(১৮৭/...) হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহান্নাম অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে বলল, হে আমার প্রভু! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আমাকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'বার শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুমতি দান করলেন। একবার শীত মৌসুমে আরেকবার গ্রীষ্ম মৌসুমে। তোমরা শীতকালে যে ঠাণ্ডা অনুভব করে থাকো তা জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে। আবার যে গরমে বা প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করে থাকো তাও জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১২৭৭)

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)।৫। মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ

# মেঘের বজ্রপাত আসলে কি?

তথ্যসুত্রঃ **বজ্রপাত - উইকিপিডিয়া**

বজ্রপাত হলো মেঘে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক আধানের দ্রুত নির্গমন, যা আলোর ঝলকানি ও বিকট শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মেঘের নিচের অংশে ঋণাত্মক এবং উপরের অংশে ধনাত্মক আধান জমা হয়; এই আধানের পার্থক্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে, তা বাতাসকে আয়নিত করে বিদ্যুৎ প্রবাহের পথ সৃষ্টি করে, যা বজ্রপাত হিসেবে পরিচিত।

বজ্রপাত মেঘ থেকে মেঘে অথবা মেঘ থেকে ভূমিতেও হতে পারে।
বজ্রপাতের সময় তাপমাত্রা প্রায় ২৮,০০০ থেকে ৩০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যা বায়ুর দ্রুত প্রসারণ ঘটিয়ে বিকট শব্দ সৃষ্টি করে।

তথ্যসুত্রঃ সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)| হাদিস:৩১১৭

**পরিচ্ছেদঃ ১৪. সূরা আর-রা'দ**

৩১১৭। ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আবূল কাসিম! আমাদেরকে রা'দ (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন, এটা কি? তিনি বললেনঃ মেঘমালাকে হাকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাকডাক। এভাবে হাকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি আমাদের বলুন, ইসরাঈল ইয়াকুব (আঃ) কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তিনি ইরকুন নিসা (স্যায়াটিকা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু উটের মাংস ও এর দুধ ছাড়া তার উপযোগী খাদ্য ছিল না। তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
৪৪/ তাফসীরুল কুরআন (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ)

# প্রত্যেক প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তু কি জোড়ায় জোড়ায়?

তথ্যসুত্রঃ জৈবিক লিঙ্গ - উইকিপিডিয়া

কিছু প্রাণী এবং জীব আছে যেগুলোতে লিঙ্গ বিভাজন (male এবং female) নেই বা নির্দিষ্টভাবে একটি লিঙ্গই উপস্থিত থাকে। আবার কিছু প্রাণী সঙ্গী ছাড়াই নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। নিচে এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

**১. পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis):** তথ্যসুত্রঃ **অপুংজনি - উইকিপিডিয়া**

- পারথেনোজেনেসিস এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নারী প্রাণী (female) সঙ্গী ছাড়াই নতুন প্রাণীর জন্ম দেয়। এতে কোনো পুরুষের ভূমিকা থাকে না।
- উদাহরণ:
  - **কমোডো ড্রাগন:** মেয়ে কমোডো ড্রাগন সঙ্গী ছাড়াই ডিম পাড়তে পারে এবং সেগুলো থেকে ছানা জন্মায়। তথ্যসুত্রঃ Parthenogenesis – Britannica
  - **এফিড (Aphid):** কিছু প্রজাতি সঙ্গী ছাড়াই বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
  - **বন্য মৌমাছি:** কিছু প্রজাতি সঙ্গী ছাড়াই প্রজনন করে।

**২. হেরমাফ্রোডাইট (Hermaphrodite):** তথ্যসুত্রঃ A Primer on the Biology, Ecology, and Evolution of Dual Sexuality — JSTOR

- কিছু প্রাণী উভয় লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তারা একক। তাদের দেহে পুরুষ এবং নারীর প্রজনন অঙ্গ উভয়ই থাকে।
- উদাহরণ:
  - **প্ল্যানারিয়ান (Planarian):** এই ফ্ল্যাটওয়ার্ম উভলিঙ্গ।
  - **কিছু শামুক (Snail):** শামুকের বেশিরভাগ প্রজাতি হেরমাফ্রোডাইট।
  - **কেঁচো (Earthworm):** উভয় লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে।

**৩. পুরুষ অথবা নারীহীন প্রজাতি:**

- কিছু প্রজাতি শুধুমাত্র একটি লিঙ্গ নিয়ে টিকে থাকে।
- উদাহরণ:
  - **নিউ মেক্সিকো হুইপটেইল লিজার্ড (New Mexico Whiptail Lizard):** এই টিকটিকি প্রজাতিতে কেবল মেয়ে লিজার্ড আছে, এবং তারা সঙ্গী ছাড়াই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। তথ্যসুত্রঃ Parthenogenesis and Human Assisted Reproduction – PMC

## ৪. অযৌন প্রজনন (Asexual Reproduction):

- অযৌন প্রজনন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি জীব নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে।
- উদাহরণ:
  - **অ্যামিবা (Amoeba):** কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যা বাড়ায়। Reference: Margulis, L., & Sagan, D. (2002). Acquiring Genomes: A Theory of the Origins of Species. Basic Books.
  - **স্টারফিশ (Starfish):** দেহের অংশ থেকে নতুন প্রাণী তৈরি করতে পারে। Reference: Emson, R. H., & Wilkie, I. C. (1980). Fission and Autotomy in Echinoderms. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review.

এসব প্রজাতি বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ তারা বিভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অনন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে।

বাম দিকের ছবির প্রাণীটি অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে, যারা সকলেই নারী। মাঝখানের ছবির প্রাণীটি একটি অল ফিমেল প্রাণী, অর্থাৎ এই প্রাণীটির শুধুমাত্র নারীই হয়, পুরুষ হয় না। এরকম আরও প্রাণী রয়েছে।

The asexual, all-female whiptail species Aspidoscelis neomexicanus (center), which reproduces via parthenogenesis

আবার **উদ্ভিদের** লিঙ্গবৈচিত্র্য বেশ জটিল এবং এটি উদ্ভিদের প্রজাতিভেদে ভিন্ন হতে পারে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের লিঙ্গব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় যারা শাখাগত ভাবে একক:

1. **লিঙ্গহীন উদ্ভিদ (Asexual Plants)**: তথ্যসূত্রঃ Asexual Reproduction in Plants – bio.libretexts.org , Asexual Reproduction in Plants – courses.lumenlearning.com
   কিছু উদ্ভিদে লিঙ্গের কোনো উপস্থিতি থাকে না। এগুলো লিঙ্গহীন হয় এবং অযৌন প্রজনন (asexual reproduction) করে। যেমন: **ফার্ন (fern)**, **শৈবাল (algae)**। এরা স্পোর বা অন্যান্য পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে।
2. **একলিঙ্গী উদ্ভিদ (Unisexual Plants)**:
   কিছু উদ্ভিদে শুধুমাত্র পুরুষ অথবা নারীর ফুল থাকে।
   - **শুধু পুরুষ লিঙ্গ**: যেমন **পাইন গাছের (pine tree)** কিছু বিশেষ ধরনের ফুল।
   - **শুধু নারী লিঙ্গ**: কিছু প্রজাতির গাছের ফুলে কেবল ডিম্বাশয় (ovary) থাকে।

উদাহরণ: **পাপাইয়া (papaya)** এবং **খেজুর (date palm)** গাছে পুরুষ ও নারী আলাদা গাছে থাকতে পারে।

3. **দ্বিলিঙ্গী উদ্ভিদ (Bisexual Plants)**:
   অনেক উদ্ভিদের ফুলে একই সাথে পুরুষ (পুংকেশর) এবং নারী (গর্ভকেশর) অঙ্গ থাকে। যেমন: **হিবিস্কাস (hibiscus)** এবং **টমেটো (tomato)**।

সুতরাং, উদ্ভিদের মধ্যে লিঙ্গের উপস্থিতি এবং অভাব তাদের প্রজনন কৌশলের ওপর নির্ভরশীল।

তথ্যসুত্রঃ (৩৬:৩৬) ইয়াসীন-অনুবাদ/তাফসীর

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ

পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। *মুজিবুর রহমান*

অর্থাৎ, মানুষের মত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকেও আমি নর ও মাদী করে সৃষ্টি করেছি। এ ছাড়া আকাশে ও মাটির নিম্নদেশে যে সকল বস্তু তোমাদের অদৃশ্য, যা তোমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত, তাদের মাঝেও জোড়া বা নর-মাদার এই নিয়ম রেখেছি। অতএব তোমরা সকল সৃষ্টিই জোড়া জোড়া। বৃক্ষাদির মাঝেও নর-মাদার একই নিয়ম আছে। এমনকি পরকালের জীবন ইহকালের জীবনের জোড়া সমতুল্য। আর ইহকালের জীবন পরকালের জীবনের জন্য একটি বিবেক-প্রসূত যুক্তি ও প্রমাণ স্বরূপও। শুধু এক আল্লাহর সত্তা; যিনি সৃষ্টি জগতের এই গুণ ও সকল প্রকার কমি ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি একক, অদ্বিতীয়, বিজোড়; তাঁর কোন জোড়া নেই। *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*

## প্রকৃতি, পরমানু, সময়, শক্তি, কোরআন, প্রকৃতির আইন ইত্যাদি

তথ্যসুত্রঃ (৫১:৪৯) আয-যারিয়াত-অনুবাদ/তাফসীর

وَ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *তাইসিরুল*

অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃজনের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টিতে আমরা পুরুষ ও নারী জোড়া জোড়া হিসেবে দেখতে পাই। অনুরূপভাবে প্রতিটি বস্তুরই বিপরীত দিক রয়েছে। যেমন, রাত-দিন, জল-স্থল, সাদা-কালো, আসমান-যমীন, কুফরী-ঈমান, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি। [দেখুন: কুরতুবী] *তাফসীরে জাকারিয়া*

# মেয়েদের স্বপ্নদোষের মাধ্যমে কি বীর্য নির্গত হয়? এবং এটার মাধ্যমে কি মেয়েরা গর্ভবতী হয়?

তথ্যসুত্রঃ Bartholin's gland – Wikipedia

নারীদের বীর্য নেই; যৌনকর্মের সময় পুরুষদের মতো নারীদের বীর্যপাত ঘটে না। তবে, কামোত্তেজনার সময় নারীদের যোনিমুখের দু'পাশে অবস্থিত বার্থোলিন গ্রন্থি থেকে একটি পিচ্ছিলকারী রস নিঃসৃত হয়, যা যোনিপথকে সিক্ত ও পিচ্ছিল করে, ফলে পুরুষাঙ্গের প্রবেশ সহজ হয়। এই রসে কোনো শুক্রাণু থাকে না এবং এটি ডিম্বাণুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। প্রাচীনকালে এই রসকে নারীদের বীর্য বলে মনে করা হতো, কিন্তু এটি সঠিক নয়।

তথ্যসুত্রঃ Do women have wet dreams? – ISSM

মেয়েদের স্বপ্নদোষের সময় বীর্য নির্গত হয় না, কারণ মেয়েদের শরীরে বীর্যের মতো কোনো জৈবিক তরল নেই। তবে স্বপ্নদোষের সময় কামোত্তেজনার ফলে বার্থোলিন গ্রন্থি থেকে একটি পিচ্ছিলকারী রস নিঃসৃত হতে পারে, যা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এই রসে শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর কোনো ভূমিকা নেই এবং এটি নারীদের বীর্য নয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন বীর্যপাত হয়, নারীদের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটে না। মেয়েদের যৌন উত্তেজনা বা স্বপ্নদোষ শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যার মধ্যে এই পিচ্ছিল রস নিঃসরণ অন্যতম।

তথ্যসুত্রঃ নিষেক (Fertilization) এবং গর্ভধারণ বা ইমপ্ল্যান্টেশন (Implantation) – 10MINUTESCHOOL

নারীর ডিম্বাণু ও পুরুষের শুক্রাণুর সংমিশ্রণই সন্তানের সৃষ্টির মূল ভিত্তি। এ দুটি গ্যামেট একত্রিত হয়ে জাইগোট তৈরি করে, যা পরবর্তীতে ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়। ডিম্বাণুর সাথে যৌন উত্তেজনার সময় নিঃসৃত রসের কোনো সম্পর্ক নেই। এই রস শুধুমাত্র যোনি পিচ্ছিল করে পুরুষাঙ্গের প্রবেশ সহজ করে।

ডিম্বাণু এবং নারীর কামরস (যা বার্থোলিন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়) একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নয়। কামরসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন মিলনের সময় নারীর যোনিপথকে সিক্ত এবং পিচ্ছিল করে তোলা, যা পুরুষের লিঙ্গকে সহজে প্রবেশ করতে সহায়ক হয়। এর মধ্যে কোনো শুক্রাণু বা ডিম্বাণু থাকে না, এবং এটি সন্তান ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হলে সন্তান জন্মের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শুক্রাণু, যেগুলি পুরুষের বীর্যে থাকে, নারীর যোনিপথে প্রবেশ করার পর তা জরায়ু ও ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাধ্যমে ডিম্বাণুর দিকে যাত্রা করে। এই যাত্রায় লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু একত্রিত

হয় এবং তাদের মধ্যে একজন শুক্রাণু ডিম্বাণুর সুরক্ষা ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশ করে, এবং সেখানেই নিষেক ঘটে।

নিষেকের পর, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে একটি জাইগোট (একটি নিষিক্ত কোষ) তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে বিভাজন ও বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণ রূপে বিকাশ লাভ করে। এর মাধ্যমে সন্তানটির জিনগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। এছাড়াও, সন্তানের চোখের রং, চুলের রং, উচ্চতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য পিতামাতার ক্রোমোজোমে থাকা জিনের সমন্বয়ে নির্ধারিত হয়। নিষেকের মুহূর্তেই এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তথ্যসূত্রঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)। হাদিস:১৩০

**পরিচ্ছেদঃ ৩/৫০. ইল্‌ম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা।**

---

১৩০. উম্মু সালামাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উম্মু সুলায়ম (রাযি.) এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উম্মু সালামাহ (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক! (তা না হলে) তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কীভাবে? (২৮২, ৩৩২৮, ৬০৯১, ৬১২১; মুসলিম ৩/৭, হাঃ ৩১৩, আহমাদ ২৬৬৭৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ". فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ ـ تَعْنِي وَجْهَهَا ـ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ " نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ".

حدثنا محمد بن سلام، قال اخبرنا ابو معاوية، قال حدثنا هشام، عن ابيه، عن زينب ابنة ام سلمة، عن ام سلمة، قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق، فهل على المراة من غسل اذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم " اذا رات الماء ". فغطت ام سلمة ـ تعني وجهها ـ وقالت يا رسول الله وتحتلم المراة قال " نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ".

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✅
সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)
৩/ আল-ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ((كتاب العلم

তথ্যসুত্রঃ সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। হাদিস:১৩২

**পরিচ্ছেদঃ ৯২। 'ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা।**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১৩২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩০

১৩২। মুহাম্মদ ইবনু সালাম (রহঃ) ... উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উম্মে সুলায়ম (রাঃ) এসে বললেনঃ ইয়া রাসুল্লাহ! আল্লাহ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উম্মে সালমা (লজ্জায়) তাঁর মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক!* (তা না হলে) তাঁর সন্তান তাঁর আকৃতি পায় কিরূপে?

* এটি কোন বদ দুয়া বরং বিস্ময় প্রকেশের জন্য আরবীতে ব্যবহৃত হয়।

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৩/ ইলম বা জ্ঞান ((كتاب العلم

তথ্যসুত্রঃ সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। হাদিস:৬০৩ [৩১১]

**পরিচ্ছেদঃ ৭. মহিলার মনী (বীর্য) বের হলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬০৩, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩১১

৬০৩। আব্বাস ইবনুল ওয়ালদী (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলায়ম (রাঃ) বলেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে ঘুমে পুরুষ যা দেখে তাই দেখতে পায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মেয়ে লোক যখন ঐরুপ দেখবে তখন সে গোসল করবে। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, এ কথায় আমি লজ্জাবোধ করলাম। তিনি বললেন, এ রকমও কি হয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তা না হলে ছেলে মেয়ে তার সদৃশ কোত্থেকে হয়? পুরুষের বীর্য গাড় সাদা আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা, হলুদ। উভয়ের মধ্য থেকে যার বীর্য ওপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায় (সন্তান) তারই সদৃশ হয়।

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৩/ হায়েয ( (كتاب الحيض

তথ্যসুত্রঃ সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) । হাদিস:৩০৯৪ [৩৩২৯]

**পরিচ্ছেদঃ ২০০০. আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি।**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৩০৯৪, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৩২৯

৩০৯৪। ইবনু সালাম (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনায় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেও অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সা'দৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এইমাত্র জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবি বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, সে তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের শত্রু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল আগুন যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হল মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসুল।

এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদিরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে। তারপর ইয়াহুদিরা এলো এবং আবদুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু্ সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যাক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যাক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যাক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহন করে, এতে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তার তাঁকে রক্ষা করুক। এমন সময় আবদুল্লাহ (রাঃ) তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়ে গেল।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৫০/ আম্বিয়া কিরাম (আঃ) ((كتاب أحاديث الأنبياء

# Regular আজওয়া খেজুর খেলে কি বিষক্রিয়া কাজ করে?

তথ্যসুত্রঃ Artificial intelligence – ChatGPT

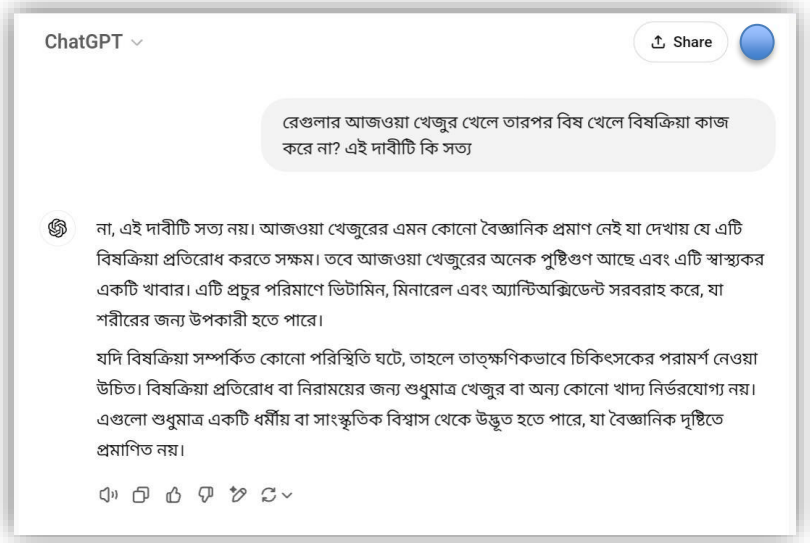


- কবিতা প্রতিদিন স্কুলে যায়। (এখানে "প্রতিদিন" শব্দটি স্কুল বন্ধদিন বা জন্মেরপরের দিন থেকে ব্যবহার হয়নি।)
- প্রত্যেকদিন সংগীত চর্চা কর একদিন তুমি অনেক ভালো গাইতে পারবে (এখানে "প্রত্যেকদিন" শব্দটি নির্দিষ্ট সময় হিসাবে ব্যবহার হয়েছে।)
- বাচ্চাটিকে দেখি প্রতিদিনি নামাজ পড়ে। (এখানে "প্রতিদিন" তুলনা মূলক বেশি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে।)

তথ্যসুত্রঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)। হাদিস:৫৪৪৫

**পরিচ্ছেদঃ ৭০/৪৩. আজওয়া খেজুর প্রসঙ্গে।**

৫৪৪৫. সা'দ তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন সকালবেলায় সাতটি আজওয়া উৎকৃষ্ট খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করবে না। [৫৭৬৮, ৫৭৬৯, ৫৭৭৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৯৩৮)

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)।৭০/ খাওয়া সংক্রান্ত ((كتاب الأطعمة

# সংক্রমণ রোগ বলতে কিছু আছে?

২২টি সংক্রামক রোগের তালিকা

1. **এইচআইভি/এডস (HIV/AIDS)**
   - **সংক্রামিত**: বিশ্বব্যাপী ৩৮ কোটি মানুষ।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ৪০ মিলিয়ন মৃত্যু।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: রক্ত, যৌন সম্পর্ক, গর্ভাবস্থায় মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে ছড়ায়।
2. **ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু)**
   - **সংক্রামিত**: প্রতি বছর ৩-৫ মিলিয়ন গুরুতর মামলা।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ২৯০,০০০ থেকে ৬৫০,০০০ মৃত্যুর ঘটনা।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি, হাঁচি বা কথা বলার মাধ্যমে।
3. **হেপাটাইটিস B এবং C**
   - **সংক্রামিত**: হেপাটাইটিস B - ২৯৬ মিলিয়ন, হেপাটাইটিস C - ৭৭ মিলিয়ন।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: হেপাটাইটিস B - ৮৮০,০০০, হেপাটাইটিস C - ২৯০,০০০।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: রক্তের মাধ্যমে, শেয়ার করা সূঁচ বা অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে।
4. **টিউবেরকুলোসিস (TB)**
   - **সংক্রামিত**: ১০.৬ মিলিয়ন (২০২২)।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ১.৬ মিলিয়ন (২০২২)।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে বায়ুর মাধ্যমে।
5. **ম্যালেরিয়া**
   - **সংক্রামিত**: ২৪৭ মিলিয়ন (২০২২)।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ৬১৯,০০০ (২০২২)।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: মশার মাধ্যমে, বিশেষ করে *Anopheles* প্রজাতির মশা দ্বারা।
6. **ইবোলা**
   - **সংক্রামিত**: প্রায় ৩০,০০০ (প্রথম প্রাদুর্ভাব থেকে)।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রায় ১৩,০০০।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তরল (যেমন রক্ত, লালা, ঘাম) বা মৃত দেহের সঙ্গে স্পর্শের মাধ্যমে।
7. **জিকা ভাইরাস**
   - **সংক্রামিত**: ২০১৫-২০১৬ সালের প্রাদুর্ভাবে লাখ লাখ লোক আক্রান্ত হয়েছিল।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: কম মৃত্যুর ঘটনা, তবে শিশুর জন্মগত ত্রুটি (মাইক্রোসেফালি) বাড়ানোর জন্য পরিচিত।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: *Aedes* মশার মাধ্যমে এবং যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে।
8. **মিজলস (Measles)**

- **সংক্রামিত**: প্রতি বছর ১০-১৫ মিলিয়ন মামলা।
- **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ৬০,০০০ মৃত্যুর ঘটনা।
- **কিভাবে ছড়ায়**: আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি, হাঁচি বা শ্বাসের মাধ্যমে।

9. **কোভিড-১৯ (COVID-19)**
   - **সংক্রামিত**: ৭৭০ মিলিয়নেরও বেশি (২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী)।
   - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ৭ মিলিয়নেরও বেশি।
   - **কিভাবে ছড়ায়**: শ্বাসের মাধ্যমেই, আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বা তরল থেকে ছড়ায়।
10. **ডেঙ্গু ফিভার**
    - **সংক্রামিত**: প্রতি বছর ১০০-৪০০ মিলিয়ন ইনফেকশন।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ২০,০০০ মৃত্যু প্রতি বছর।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: *Aedes* মশার মাধ্যমে, বিশেষ করে গরম অঞ্চলে।
11. **চিকেনপক্স (Varicella)**
    - **সংক্রামিত**: আগে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৪ মিলিয়ন মামলা।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ৪,০০০ মৃত্যু বিশ্বব্যাপী।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: আক্রান্ত ব্যক্তির দাগ বা শ্বাসের মাধ্যমে।
12. **নিউমোনিয়া (Pneumonia)**
    - **সংক্রামিত**: প্রতি বছর ৪৫০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয়।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ২৫০,০০০-৩০০,০০০ মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, বা ছত্রাক দ্বারা শ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায়।
13. **মেনিনজাইটিস (Meningitis)**
    - **সংক্রামিত**: প্রতি বছর প্রায় ১.২ মিলিয়ন মামলা।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ১৩৫,০০০ মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: শ্বাসের মাধ্যমে, বিশেষ করে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে।
14. **নোরোভাইরাস (Stomach Flu)**
    - **সংক্রামিত**: লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বছর আক্রান্ত হয়।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর প্রায় ২,০০,০০০ মৃত্যু, প্রধানত বয়স্কদের মধ্যে।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: দূষিত খাবার, পানি, বা সন্নিকটে যোগাযোগের মাধ্যমে।
15. **কলেরা (Cholera)**
    - **সংক্রামিত**: প্রতি বছর প্রায় ২.৯ মিলিয়ন।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ৯৫,০০০ মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: দূষিত পানি বা খাবার থেকে।
16. **রুবেলা (German Measles)**
    - **সংক্রামিত**: যখন আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি দেয়।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: সাধারণত মৃদু, তবে গর্ভাবস্থায় মারাত্মক হতে পারে এবং শিশুর ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে।
17. **টিটানাস (Tetanus)**
    - **সংক্রামিত**: ৩০,০০০ প্রতি বছর।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ৩৪,০০০ মৃত্যু প্রতি বছর।

- **কিভাবে ছড়ায়**: মাটির বা পশুর বিষাক্ত জীবাণু দ্বারা গভীর ক্ষতের মাধ্যমে।

18. **টাইফয়েড (Typhoid Fever)**
    - **সংক্রামিত**: ২.১ মিলিয়ন প্রতি বছর।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রতি বছর ২,০০,০০০ মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: দূষিত খাবার বা পানি থেকে।
19. **সার্স (SARS)**
    - **সংক্রামিত**: ৮,০০০ বেশি (২০০২-২০০৩ প্রাদুর্ভাব)।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ৭৭৪ মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: শ্বাসের মাধ্যমে।
20. **অভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Bird Flu)**
    - **সংক্রামিত**: মানুষের মাঝে খুব কম, তবে নির্দিষ্ট প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: প্রায় ৫০০ মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: পাখি বা তাদের মল দ্বারা।
21. **হান্টাভাইরাস (Hantavirus)**
    - **সংক্রামিত**: প্রতি বছর প্রায় ৭০০ ক্ষেত্রে।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: ৩৬% মৃত্যু।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: মিশ্রিত মলের বা লালা দ্বারা, কখনও কখনও মানুষের মধ্যে।
22. **লেপ্রোসি (Leprosy)**
    - **সংক্রামিত**: ২,০০,০০০ লোক।
    - **মৃত্যুর সংখ্যা**: সাধারণত মৃত্যুর কারণ নয়, তবে দীর্ঘকালীন জটিলতা ও অক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে।
    - **কিভাবে ছড়ায়**: শ্বাসের মাধ্যমে, তবে খুব কম সংক্রামিত।

---

তথ্যসুত্রঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ৪৫৭৭

**পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - শুভ ও অশুভ লক্ষণ**

৪৫৭৭-[২] উক্ত রাবী (হুরায়রা (রাঃ) হতে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোগের সংক্রমণ বলতে কিছুই নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই। প্যাঁচার মধ্যে কু-লক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোন অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন করো, যেমন- তুমি বাঘ হতে পালিয়ে থাকো। (বুখারী)[1]

**بَابُ الْفَأْلِ وَالطِّيَرَةِ**

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صفر وفر الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر المجذوم كما تفر من الاسد» . رواه البخاري

[1] সহীহ : বুখারী ৫৭০৭, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৪৮৭, সহীহুল জামি' ৭৫৬০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৮২, ৭৮৩; আহমাদ ৯৭২২, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৫৪৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক ১৯৫০৮।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✓
মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক (كتاب الطب والرقى)

---

তথ্যসুত্রঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)৪৫৮০

**পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - শুভ ও অশুভ লক্ষণ**

৪৫৮০-[৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, রোগে ছোঁয়াচে লাগা, সফর মাস অশুভ হওয়া বা ভূত-প্রেতের ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই। (মুসলিম)[1]

**بَابُ الْفَأْلِ وَالطِّيَرَةِ**

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ» . رَوَاهُ مُسلم

وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا عدوى ولا صفر ولا غول» . رواه مسلم

[1] সহীহ : মুসলিম (২২২২)-১০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২৮, আহমাদ ১৫১০৩।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক (كتاب الطب والرقى)

---

তথ্যসুত্রঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)৩৯১২

**পরিচ্ছেদঃ ২৪. অশুভ লক্ষণ**

৩৯১২। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত তা সঠিক নয়, কোনো নক্ষত্রের নির্দিষ্ট তারিখে আকাশের কোনো স্থানে অবস্থান করলে বৃষ্টিপাত হয় এরূপ বিশ্বাসও ঠিক নয় এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করবে না।[1]

[1]. মুসলিম, আহমাদ।

:

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✅
সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
২৩/ চিকিৎসা (كتاب الطب)

---

তথ্যসুত্রঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)৫৭৫৩

**পরিচ্ছেদঃ ৭৬/৪৩. পশু-পাখি তাড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয়।**

৫৭৫৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ছোঁয়াচে ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। অমঙ্গল তিন বস্তুর মধ্যে স্ত্রীলোক, গৃহ ও পশুতে।[1] [২০৯৯; মুসলিম ৩৯/৩৪, হাঃ ২২২৫, আহমাদ ৪৫৪৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৩৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২২৯)

**بَاب الطِّيَرَةِ**

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ.

عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشوم في ثلاث في المراة والدار والدابة.

[1] কোন কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অবাধ্য হয়। আবার কেউ হয় সন্তানহীনা। কোন গৃহে দুষ্ট জ্বিনের উপদ্রব দেখা যা, আবার কোন গৃহ প্রতিবেশীর অত্যাচারের কারণে অশান্তিময় হয়ে উঠে। গৃহে সালাত আদায় ও যিকর-আযকারের মাধ্যমে জ্বিনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কোন কোন পশু অবাধ্য বেয়াড়া হয়।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✅
সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)
৭৬/ চিকিৎসা (كتاب الطب)

---

তথ্যসুত্রঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)৩৯২১

**পরিচ্ছেদঃ ২৪. অশুভ লক্ষণ**

৩৯২১। সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ পেঁচা অশুভ নয়, ছোঁয়াচে রোগ নেই এবং কোনো জিনিস অশুভ হওয়া ভিত্তিহীন। যদি কোনো কিছুর মধ্যে অশুভ কিছু থাকতো, তাহলে ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিন জিনিসের মধ্যে থাকতো।[1]

[1]. আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেনঃ এর সনদ; সহীহ।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
২৩/ চিকিৎসা (كتاب الطب)

---

তথ্যসুত্রঃ সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)৩৮৭২

**পরিচ্ছেদঃ ৪. পাখীর দ্বারা শুভাশুভের ফাল নির্ধারণ সম্পর্কে।**

৩৮৭২. কা'নবী (রহঃ) .... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন রোগই ছোঁয়াচে নয়, না মৃতের খুলিতে পেঁচা থাকে, আর না দেউ-দানব রাস্তা ভুলিয়ে দেয় এবং না সফর মাস অমঙ্গলের।

**باب فِي الطِّيَرَةِ**

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ " .

حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز، - يعني ابن محمد - عن العلاء، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر " .

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
২৩/ ভাগ্য গণনা ও ফাল নেয়া ((كتاب الكهانة و التطير

# বদনজর এবং চিকিৎসা

তথ্যসুত্রঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)৪৫৩১

**পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ**

৪৫৩১-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। যদি কোন জিনিস তাকদীর পরিবর্তন করতে সক্ষম হত, তবে বদনযরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধুয়ে দেবে। (মুসলিম)[1]

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক ((كتاب الطب والرقى

---

তথ্যসুত্রঃ মুয়াত্তা মালিক ১৭৪৬

**পরিচ্ছেদঃ ১. বদ নজরের প্রভাব হইতে মুক্তির জন্য ওযু করা প্রসঙ্গে**

**রেওয়ায়ত ২.** আবূ উসামা ইবন সহল (রহঃ)-এর রেওয়ায়ত, 'আমির ইবনে রবী'আ সহল ইবনে হানীফকে গোসল করিতে দেখিয়া বলিলেন, আজ আমি যেই সুন্দর মানুষ দেখিলাম, এই রকম কাহাকেও দেখি নাই, এমন কি সুন্দরী যুবতীও এত সুন্দর দেহবিশিষ্ট দেখি নাই। (আমিরের) এই কথা বলার সাথে সাথে সহল সেখানে লুটাইয়া পড়িল। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সহল ইবনে হুনাইফ (বা হানীফ)-এর কিছু খবর রাখেন কি? আল্লাহর কসম! সে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তাহাকে কেহ বদনজর দিয়াছে লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আমর ইবন রবী'আ (বদনজর দিয়াছে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমির ইবন রবী'আকে ডাকিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমাদের কেহ নিজের মুসলিম ভাইকে কেন নিহত করিতেছ? তুমি (بارك الله) কেন বলিলে না? এইবার তুমি তাহার জন্য গোসল কর। অতএব আমির হাত, মুখ, হাতের কনুই, হাটু, পায়ের আশেপাশের স্থান এবং লুঙ্গির নিচের আবৃত দেহাংশ ধৌত করিয়া ঐ পানি একটি বরতনে জমা করিল। সেই পানি সহলের দেহে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সদল সুস্থ হইয়া গেল এবং সকলের সঙ্গে রওয়ানা হইল।

---

হাদিসের মানঃ **তাহকীক অপেক্ষমাণ**
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
মুয়াত্তা মালিক

তথ্যসুত্রঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)৪৫৬২

**পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ**

৪৫৬২-[৪৯] সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ)-এর পুত্র আবূ উমামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আমির ইবনু রবী'আহ্ (রাঃ) সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ)-কে গোসল করতে দেখলেন এবং (তার মসৃণ দেহ দেখে) বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম! আজকের মতো আমি কোনদিন দেখিনি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষেত (কুমারী মেয়ের) কোন চামড়াও (সাহল-এর চামড়ার মতো) এরূপ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর (তার মুখ হতে এ শব্দগুলো বের হওয়ায়) সাহল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং (এ অবস্থায়) তাঁকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সাহল ইবনু হুনায়ফ-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর কসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি কাউকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত করো? লোকেরা বলল : আমরা 'আমির ইবনু রবী'আহ্-এর ওপর সন্দেহ করি।

বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমিরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করে বললেনঃ তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলে না কেন? তুমি (তোমার শরীরের কিছু অঙ্গ) সাহল-এর জন্য ধুয়ে দাও। তখন 'আমির নিজের মুখমণ্ডলে, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা হাঁটু হতে অঙ্গুলির পার্শ্ব এবং ইযারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতঃপর সে পানি সাহল-এর উপর ঢেলে দেয়া হলো। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে আসলেন, যেন তাঁর শরীরে কোন কষ্ট ছিল না। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[1]

আর ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক রিওয়ায়াত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমিরকে বললেনঃ বদনযর একটি সত্য ব্যাপার। সুতরাং তুমি সাহল-এর জন্য উযূ করো। 'আমির তার জন্য উযূ করলেন।

[1] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৪৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৪৭, নাসায়ী'র কুবরা ৭৬১৯, ত্বারানী ৫৪৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৭২।

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**

বর্ণনাকারীঃ আবূ উমামাহ বিন সাহল (রহঃ)

পুনঃনিরীক্ষণঃ ✅

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক ((كتاب الطب والرقى

# উটের প্রস্রাব দিয়ে চিকিৎসা ও নির্মম শাস্তি

তথ্যসুত্রঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)৩৫৩৯

**পরিচ্ছেদঃ ৪. প্রথম অনুচ্ছেদ - মুরতাদ এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা প্রসঙ্গে**

৩৫৩৯-[৭] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 'উকল সম্প্রদায়ের কিছু লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুপযোগী হলো। অতএব তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সাদাকার উটনীর নিকট গিয়ে তার দুধ ও প্রস্রাব পানের নির্দেশ দিলেন। ফলে তারা নির্দেশ পালনার্থে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তারা সুস্থ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিল। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ সংবাদ শুনে) তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। অতঃপর তাদেরকে ধরে আনা হলে তাদের দু' হাত ও দু' পা কেটে ফেললেন এবং তাদের চোখ ফুঁড়ে দিলেন, তারপর তাদের রক্তক্ষরণস্থলে দাগালেন না, যাতে তারা মৃত্যুবরণ করে।

অপর বর্ণনাতে রয়েছে, লোকেরা তাদের চোখে লৌহ শলাকা দিয়ে মুছে দিল। অন্য বর্ণনাতে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লৌহ শলাকা আনার হুকুম করলেন, যাকে গরম করা হলো এবং তাদের চোখের উপর মুছে দেয়া হলো। অতঃপর তাদেরকে উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হয়নি। পরিশেষে তারা এ করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

[1] সহীহ : বুখারী ৩০১৮, ৬৮০২, মুসলিম ১৬৭১, আবূ দাঊদ ৪৩৬৪, নাসায়ী ৪০২৫, ইবনু মাজাহ ২৫৭৮, আহমাদ ১২৬৩৯।

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
পর্ব-১৬: কিসাস (প্রতিশোধ) ((كتاب القصاص

# মদীনার 'বুযাআহ' নামক কূপের পানিকে কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না

তথ্যসুত্রঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৬৬

**পরিচ্ছেদঃ ৩৪. বুযা'আহ নামক কূপ প্রসঙ্গে**

৬৬। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কি (মদীনার) 'বুযাআহ' নামক কূপের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? কূপটির মধ্যে মেয়েলোকের হায়িযের নেকড়া, কুকুরের মাংস ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পানি পবিত্র, কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না।[1]

**সহীহ।**

**باب مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .

- صحيح

حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد بن سليمان الانباري، قالوا حدثنا ابو اسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن ابي سعيد الخدري، انه قيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم انتوضا من بر بضاعة وهي بر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الماء طهور لا ينجسه شيء " . - صحيح

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ☑
সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
১/ পবিত্রতা অর্জন ( كتاب الطهارة )

# মাতৃগর্বে সন্তান বিকাশ

তথ্যসুত্রঃ

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ طِيۡنٍ ۚ ١٢

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।

ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَةً فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍ ١٣

অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰهُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ ؕ ١٤ ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَةَ مُضۡغَةً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাঁধা রক্তে, অতঃপর মাংসপিন্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে, অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!

কোরআনের বর্ণনায় মূলত মানুষের ভ্রূণ বিকাশের প্রাথমিক ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এটি বৈজ্ঞানিকভাবে সীমাবদ্ধতা আছে। এখানে কয়েকটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে:

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:

1. **শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন**:
   মাতৃগর্ভে প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **নিষেক (fertilization)** বলা হয়। এটি জরায়ুর ভেতর নয়, ফ্যালোপিয়ান টিউবে ঘটে। জরায়ুর ভেতর বলতে কোরআনে নিরাপদ আধার বুঝানো হয়েছে যা Tafsir Ahsanul Bayaan থেকে জানা যায়।
2. **জাইগোট গঠন এবং বিভাজন**:
   শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে একটি জাইগোট তৈরি হয়, যা কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ক্রমশ বহুগুণিত হয়। কিন্তু কোরআনে ডিম্বাণু কথাটি অন্য কোন শব্দেই স্পষ্ট করেনি।
3. **জমাট বাঁধা রক্ত**:
   জমাট বাঁধা রক্তের বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে জমাট বাঁধা রক্ত (Blood Clot) হলো ঘন হয়ে জেলির মতো একটি স্তরে রূপান্তরিত হওয়া রক্তের তরল অংশে। ভ্রূণ বিকাশের সময় রক্ত জমাট বাঁধে না। বরং কোষ বিভাজন ও পার্থক্যের মাধ্যমে টিস্যু ও অঙ্গ গঠিত হয়।
4. **হাড্ডি এবং মাংস গঠন**:
   কোরআনে বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রথমে হাড্ডি তৈরি হয় এবং পরে তা মাংস

দ্বারা আবৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভ্রূণ বিকাশের সময় মাংসপেশি ও হাড় একসাথে গঠিত হতে শুরু করে।

5. **নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত হওয়া**:
   এটি মূলত ভ্রূণের বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণ মানব শিশুর রূপান্তরকে বোঝায়। তবে এটি সুনির্দিষ্ট ধাপে ঘটে এবং কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে (যেমন জমাট রক্ত → মাংসপিন্ড → হাড়) নয়।

সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ক্রম:

1. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন → জাইগোট গঠন।
2. কোষ বিভাজন ও ব্লাস্টোসিস্ট তৈরি।
3. ইমপ্লান্টেশন (জরায়ুর ভেতরে সংযুক্তি)।
4. কোষের পার্থক্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ।
5. হাড় ও মাংস একসঙ্গে গঠন।
6. ভ্রূণ বৃদ্ধি ও শিশু জন্ম।

---

তথ্যসুত্রঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)। হাদিস:৩২০৮

**পরিচ্ছেদঃ ৫৯/৬. ফেরেশতাদের বর্ণনা।**

৩২০৮. যায়দ ইবনু ওয়াহব (রহ.) হতে বর্ণিত। ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিন্ডে পরিণত হয়ে (আগের মত চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার ‘আমল, তার রিয্ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি ‘আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার ‘আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে। আর একজন ‘আমল করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার ‘আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত ‘আমল করে। (৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪) (মুসলিম ৪৭/১ হাঃ ৩৬৪৩, আহমাদ ৩৬২৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৯৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৯৭৮)

بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيومر باربع كلمات، ويقال له : اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة.

---

হাদিসের মানঃ **সহিহ (Sahih)**
বর্ণনাকারীঃ যায়দ ইবনু ওয়াহব (রহঃ)
পুনঃনিরীক্ষণঃ ✅
সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)
৫৯/ সৃষ্টির সূচনা ((كتاب بدء الخلق

হাদিসের উল্লেখিত লেখায় বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক সীমাবদ্ধতা আছে, যেগুলো আধুনিক জীববিদ্যা ও ভ্রূণবিদ্যার (embryology) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। নিচে প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরা হলো:

১. গর্ভে চল্লিশ দিন বীর্যের অবস্থান:

- বিজ্ঞান অনুযায়ী, বীর্য (sperm) মায়ের গর্ভে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে না। নিষেক (fertilization) প্রক্রিয়ায় বীর্য ডিম্বাণুর (egg) সঙ্গে মিলিত হয়ে জাইগোট (zygote) তৈরি করে। এটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে এবং বীর্য গর্ভে ৪০ দিন অবস্থান করে না।

২. জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হওয়া:

- ভ্রূণের বিকাশে জমাট বাঁধা রক্তের কোনো পর্যায় নেই। নিষেকের পর কোষ বিভাজন ঘটে, যা ব্লাস্টোসিস্ট (blastocyst) গঠনের মাধ্যমে জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়। এটি কখনোই জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয় না।

৩. গোশতপিণ্ড (মাংসপিণ্ড) পরিণতি:

- ভ্রূণের বিকাশ একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে হয়। প্রথমে কোষ বিভাজন, ৩৫-৫৬ দিন (ভ্রূণীয় পর্যায়): অঙ্গজ বিকাশ (organogenesis) শুরু

হয়। মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, যকৃত, এবং অন্যান্য প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হতে থাকে। হাত, পা, আঙুল এবং চেহারার বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন সাধারণত ৪২ দিন মধ্যে শুরু হয়। "গোশতপিণ্ড" বলে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায় নেই। যদি গোশতপিণ্ডকে কোষ বিভাজন ধরে নেই। তাহলে তা ৮০ দিনের অনেক আগেই ঘটতে থাকে। যদিও এটা হাদিসে ৮০ দিন পর বলা আছে।

৪. ৪০ দিন ধরে প্রতিটি স্তর:

- ভ্রূণ বিকাশে ৪০ দিন করে প্রতিটি স্তর ধরে থাকার বিষয়টি আধুনিক জীববিদ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন সময়ে বিকাশ লাভ করে।

৫. "প্রেরিত একজন" এবং আত্মা ফুঁক দেওয়ার ধারণা:

- ভ্রূণ বিকাশ একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া, যা জিনগত এবং পরিবেশগত কারণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ১২০ দিন পর "আত্মা ফুঁকে দেওয়া" বা ঐ ধরনের কোনো অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে আত্মা ছাড়া প্রাণী মৃত বা নড়াচড়া করতে পারে না। অন্যদিকে ভ্রূণের নড়াচড়ার (fetal movement) বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এটি ১২০ দিনের আগেই শুরু হয়।ভ্রূণ সাধারণত ৪৯ থেকে ৫৬ দিনের মধ্যে নিজেই নড়াচড়া শুরু করে। তবে এটি খুবই সূক্ষ্ম এবং আল্ট্রাসাউন্ডে ধরা যায়।

# কুরআনে বর্ণিত আছে, ন্যায়পরায়ণ শাসক জুলকারনাইন সূর্যকে অস্বচ্ছ জলাশয়ে ডুবতে দেখেছে

তথ্যসুত্রঃ (১৮:৮৬) আল-কাহফ-অনুবাদ

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

চলতে চলতে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে অস্বচ্ছ জলাশয়ে ডুবতে দেখল আর সেখানে একটি জাতির লোকেদের সাক্ষাৎ পেল। আমি বললাম, ‘হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার কিংবা তাদের সঙ্গে (সদয়) ব্যবহারও করতে পার।’ তাইসিরুল